রাসরসামৃত।

অর্থাৎ নানাশাস্ত্রসম্মত শারদীয় পূর্ণিমারজনীতে
নিকুঞ্জবনে ব্রজদেবীগণসহিত
ভগবানের বিহারবর্ণন।

শ্রীদ্বারিকানাথ রায় রচিত।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

বহুবাজারস্থ শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বাঙ্গালসুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৫৮। ২ আষাঢ়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ

জয়তি।

পরম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয় বহুগুণনিধানেষু।

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

মহাশয় আমি বহু প্রযত্ন পূর্ব্বক এই র[illegible] পুস্তক প্রস্তুত করিলাম। এক্ষণে আমার একান্ত বাসনা যে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচার হয়। আপনি আমার পরমবন্ধু এবং বিজ্ঞ, রসজ্ঞ, বিদ্যানুরাগীও হয়েন। বিশেষতঃ যৎকালে আমি এই কাব্য রচনা করিতাম, তৎকালেও আপনি ইহার নিগূঢ় রসাস্বাদনানন্তর যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণে নির্ভর করত আমি আপনাকে এ গ্রন্থ সমর্পণ পূর্ব্বক এই ভারার্পণ করিলাম, যে আপনি ইহা মুদ্রা যন্ত্রে প্রকাশ করিয়া আমার এই কাব্যচ্ছলেতে সেই ভুবনপতি ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমভক্তিরস বর্ণনের সার্থকতা করুন। ফলতঃ আমার এমত অভিলাষ নহে যে কোন বিশেষ প্রত্যাশার বশতঃ এ গ্রন্থে কোন ধনাঢ্যের নামাঙ্কিত করি; আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র; আপনকার নাম সংযোজন করিলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই।

সন ১২৫৭
২০ চৈত্র

একান্ত অধীন সুহৃদ্
শ্রীদ্বারিকানাথ রায়স্য।

গ্রন্থ প্রকাশকের ভূমিকা।

গ্রন্থকারের অর্থ সামর্থ্যের অভাব প্রযুক্ত এই ক্ষুদ্র অথচ বহুগুণসম্পন্ন কাব্য প্রকাশ না হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের উত্তম পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব বিবেচনা করিয়া, এই কাব্যের গুণ সমূহ তাঁহাদিগকে বিদিত না করিলে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। অতএব গ্রন্থকারের অভিমতানুসারে আমরা এই রাসরসামৃত নামক কাব্য প্রকাশ করিতেছি। ইহা বিদ্বান্গুণীকর্ত্তৃক আদর পূর্ব্বক গৃহীত হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল ও আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

যদিও রাধাকৃষ্ণের রাসপ্রসঙ্গ সর্ব্বত্র বিদিত আছে; তথাপি ইহা অদ্যাবধি কাহার দ্বারা সুশৃঙ্খলা মতে ও উত্তম সন্দর্ভে গৌড়ীয় ভাষায় বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তৎ প্রযুক্তই যে আমাদিগের গ্রন্থকার তাঁহার রাসবর্ণন নিরবচ্ছিন্ন নিজ রচনাশক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন এমত নহে। তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এ রচনাতে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক এই রাসরসামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার স্বরচিত অনেক নূতন ভাব ও বর্ণনা প্রভৃতি আছে, ও সে সমস্ত এরূপ সুসংলগ্ন, কালোচিত ও প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের পোষক যে তাহাতে আমাদিগের কবির পাণ্ডিত্যের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ইহার রচনা অতি সরল ও পদ সকল প্রায়ই ললিত অথচ চলিত সাধু সংস্কৃত শব্দে বিন্যস্ত। স্থানে স্থানে যে অপর শব্দের কাদাচিৎক প্রয়োগ হইয়াছে, সে কেবল পদ্যের সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতার কারণ, তদ্ব্যতীত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য, অর্থের পরিষ্কারতা, ছন্দের বৈচিত্র, এবং স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃত ভাব সমস্তের দ্বারা রসরসামৃত গৌড়ীয় গ্রন্থাগারের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। এই কাব্যে কোন অত্যন্ত কুশ্রাব্য [illegible] অশ্লীল পাঠ নাই। ও ইহার প্রসঙ্গ আদিরস ঘটিত হইবাতে যদি কাকতালীয় বৎ কোন স্থানে রস বাহুল্য বর্ণন প্রযুক্ত উক্ত প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহা এমত গুরুতর নহে, যে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অরুচির ও শ্রুতিকটু বোধ হইবে। ইহাতে যে সমস্ত রূপক বর্ণন আছে তাহা সর্ব্বথা সুসংলগ্ন, কচিৎ বৈলক্ষণ্য বোধ হয়। অপর পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, প্রভৃতি বাঙ্গালাছন্দঃ ও তূণক, মাত্রাবৃত্তি, পদ্ধটিকা, এবং তোটকাদি সংস্কৃতানু যায়ি ছন্দঃ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ হয় নাই। সংস্কৃত ও ব্রজভাষীর মঙ্গলাচরণ ও স্তব প্রভৃতি যাহা ইহাতে রচিত হইয়াছে, তাহাও ঈদৃশ উত্তম যে পাঠক মাত্রেরই সে সমুদায় অনায়াসে [illegible] হয়। এবং প্রারম্ভাবধি চরম পর্য্যন্ত গ্রন্থকার [illegible] গোপী [illegible]র মুখ কুহর হইতে সময়ে সময়ে [illegible], বিচার, ও তর্ক নিঃসৃত করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] উৎকৃষ্ট বৈচক্ষণ্য প্রকাশ হইয়াছে, যে পাঠকবর্গ অবশ্যই তাঁহাকে উত্তম কবিমধ্যে পরিগণিত করিবেন সন্দেহ নাই। অপিচ আমা

দিগের কবি যে সমস্ত ভাব ও মত গ্রন্থান্তরহইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার মূল ও বিশেষতঃ যে যে সংস্কৃত শ্লোকাদি এই কাব্যের অর্থাববোধ হেতু জ্ঞাত হওয়া আব শ্যক তাহাও নিজ পাঠক দিগের গোচরার্থ ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাগুক্ত গুণসমূহ স্বত্ত্বেও রাসরসামৃতে দোষও থাকিতে পারে। যে হেতুক মনুষ্য রচিত কিছুই পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে পারে না। যাহা হউক ইদানী বাঙ্গালা কাব্যের যাদৃশ অবস্থা তদ্বিবেচনায় ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

গৌড়ীয় ভাষার পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা অনে-কের আস্বাদন পরীবর্ত্তন হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত বোধ হই-তেছে যে কেহ কেহ এই কাব্য পাঠে পরাঙ্মুখ হইবেন। যে হেতুক ইহার প্রসঙ্গ আদিরস ঘটিত। কিন্তু এই দোষা রোপ করিয়া যে কোন কাব্য পাঠে আপত্তি উথাপন করা সে অতি কুসংস্কার, ও সেই সংস্কার যদবধি পাঠক দিগে-র অন্তঃকরণ হইতে সমূলে উম্মূলন না হইবেক তদবধি বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ্য জন্মিবেক না। কারণ তাহা হইলে অনেক উত্তমোত্তম পুস্তক পাঠ করা হয় না। ইংরাজদিগের মধ্যে কবিকুলতিলক শেক্স্পিয়রের কিম্বা সংস্কৃত কবীন্দ্র কালিদাসের যে সমস্ত রচনা আছে, তাহা এতাদৃশ শৃঙ্গার রসসম্বাকীর্ণ, যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাঠের নিয়ম করিলে তাঁহাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট রচনা সমস্ত কোনমতেই বিদ্যার্থি-গণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। বিদ্বান্ সংসৎহইতে যে সকল রচনা জনসমাজে প্রকাশিত হইবে, তৎসমুদায়

অশেষ দোষ স্বত্বেও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, তদনন্তর তাহার দোষ গুণ ও তদুপরি নিজ অভিমত, ব্যক্ত করা পাঠকের বিদ্যা ও ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করণের এক প্রধান কারণ; তাহার দৃষ্টান্ত ইংরাজ দিগের ব্যবহারে দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে।

যাহা হউক অস্মদাদির একপ অভিপ্রায় নহে যে অতি অপকৃষ্ট ও হীন রচনা, যাহা পাঠকগণের মনোনীত নহে, তৎপাঠে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করি। ফলতঃ এই রাসরসামৃত কাব্য যে পাঠ করণের উপযুক্ত ও উত্তম হইয়াছে তাহা বঙ্গভাষার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সকল স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ও শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলে এই গ্রন্থ দেখিয়া ইহার রচনাকে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণেও যে ইহাকে সেই রূপে সমাদর করেন, ইহা গ্রন্থকারের ও আমাদিগের মুখ্য অভিলাষ।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ

জয়তি।
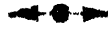
রাসরসামৃত।

মঙ্গলাচরণং।

ত্বং নমামি নন্দসূনুমীশমিষ্টকারণং।
আদিভূতকারণঞ্চ কালভীতিবারণং॥
সর্ব্বলোকনাথমঙ্গহীনবিশ্বতারণং।
ভক্তবৃন্দকার্য্যজন্যযুগ্মরূপধারণং॥ *

---

*অনেকের মনোমধ্যে এইপ্রকার প্রগাঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, যে অদ্বিতীয় ও অশরীরি আত্মারাম, শুদ্ধ অসুর বধার্থ মনুষ্য দেহাবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং মৎ কৃত এই মঙ্গলাচরণেতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে তিনি কেবল ভক্তগণের কারণ অপরূপ যুগলরূপ ধারণ করিয়াছেন। নচেৎ অসুরনিধনাদি ব্যাপার তাঁহার কটাক্ষে সম্পন্ন হইতে পারে, সে ছল মাত্র। যথা

ব্রজবোলীকি মঙ্গলাচরণ।

——————————— স্মরহুঁরে রাই বনয়ারী।

কেবল বিরমল প্রেম কি নিবসতি যুগল মূর্ত্তি মনহারী॥
কিবা দোতনু রসমাধুরী নিত্য পরম সুখ পারাবার।
সুরসিক ভাবক সেবক জন মন মজতহি তদুপরি অনিবার॥

——000——

জয় জয় রাধা বংশীধারী।
নিরুপম রূপধর, নায়িকা নায়কেশ্বর,
প্রেমিক জনের মনোহারী॥
প্রেম বিনা কোন রস, করিতে না পারে বশ,
জানি প্রেমে মজে ব্রজনারী।
সদা প্রেম রসাবেশে, বিহরি যুগল বেশে,
দ্বারিকানাথেরে বশকারী॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥
স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নের্ব্বচনং।

অপরঞ্চ।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষক্রীড়নদেহ ভাক্॥
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ॥ ইত্যাদি।
শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনে ৩৩ অধ্যায়ে।

রাগিণী বেহাগ।
তাল আড়া ঠেকা।

নটবরে হেরিতে চলেছ রাসেশ্বরি।
আমারে লইয়ে যেতে হবে সঙ্গে করি॥
ভারবাহী হয়ে আমি যাব গো সুন্দরি।
দয়া করি প্রেমভার দেহ শিরোপারি॥

—:০:—

শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন।

ত্রিলোকের মধ্যেতে ধরণী হৈল ধন্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান যথা বৃন্দারণ্য॥
নন্দন নিন্দন তথা নিকুঞ্জাদি বন।
নাহি শোক তাপ পাপ অকাল মরণ॥
তরু নানা জাতি ফল লতায় শোভিত।
নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত অতি সুবাসিত॥
ফুলে ফুলে মধুকরে মধু করে পান।
নানা বিধ বিহঙ্গে সুরঙ্গে করে গান॥
সারি সারি শারীশুক প্রেমে মত্ত সুখে।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় পিক ঊর্দ্ধমুখে॥
একি অপরূপ নিত্য পূর্ণ চন্দ্রোদয়। *

---

*ইহার অভিপ্রায় এই যে বৃন্দাবনে নিত্যই রাধাকৃষ্ণ রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত; নচেৎ একমাত্র গগণচন্দ্র, বৃন্দাবনে নিত্য সম্পূর্ণ ভাবে উদয় হইলে সর্ব্বত্রই তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা।

মন্দ মন্দ সুগন্ধ মারুত নিত্য বয় ॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে মত্ত শিখিগণ।
নিত্যই বসন্ত নিত্যময়ের কারণ ॥
মদন চেষ্টিত হয়ে বেষ্টিত স্বগণে।
রতি সহ রহিলেন সদা কুঞ্জ বনে ॥
যথায় যমুনা নদী রম্যা অতিশয়।
আরো কত মনোমত আছে জলাশয় ॥
বুঝি কাম রাধাশ্যাম রূপ নিরখিয়ে।
হইল সলিল ময় ভাবেতে গলিয়ে ॥
যে যার ভক্ষক তথা রক্ষক সে তার।
ভুজঙ্গে বিহঙ্গে রঙ্গে একত্রে বিহার ॥
প্রীতি করি ভ্রমে করী কেশরির সঙ্গে।
শার্দ্দুলের সঙ্গে ভ্রমে কুরঙ্গে কুরঙ্গে ॥
সুখ দুঃখ সম তথা নাহি অন্য তত্ত্ব।
পশু পক্ষিআদি রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত ॥
কীট পতঙ্গাদি রাধাকৃষ্ণের প্রসাদে।
সবে সুখার্ণবে মগ্ন পরম আহ্লাদে ॥
কিকব সুখের কথা সব সুখ ময়।
যথায় বিরাজে সুখময়ী সুখময় ॥ *

---

*শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে যে কেলিকদম্ব বৃক্ষ, যাহার মূলেতে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত জয় রাধে শ্রীরাধে ইত্যা-

শরৎকাল পাইয়া সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের সন্তোষ জন্য গগণ মণ্ডলে পুর্ণচন্দ্রোদয় হইল।

আহা আজি কিবা শোভা গগণ সভায়।
বার দিয়ে বসেছেন পূর্ণচন্দ্র রায়॥
সঙ্গেতে মহিষী নিশি কিবা শোভা পায়।
সভ্য যারা তারা তারা বসিয়ে তথায়॥
চকোর চকোরী গণ নর্ত্তক তাহায়।
প্রজা যত যুবক যুবতী গণ প্রায়॥
রসরঙ্গ কর যারা সতত যোগায়।
তহসিল দার তার আপনি অকায়।

দি রবেতে বংশীবাদন করিতেন; সেই বিটপিবর কলি যুগেও জীবিত থাকিবেক এমত প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে যে মহাশয়েরা এ অঞ্চলে আগমন করেন, তাঁহারাও বর্ণন করিয়া থাকেন, যে সে বৃক্ষ অদ্যাপি আছে বটে; কিন্তু এক্ষণে তাহার নবীন অবস্থা নাই। অপর অক্রূরতীর্থভাণ্ডাগার নামক স্থানে অদ্যাপি নিশীথ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়; তত্রত্য সাধু মহাশয়েরা শুনিতে পান। বৃন্দাবনে আরও অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে।

পুরাণে শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনং যথা।

সাত্বতাং স্থানমূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভং।
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যনিত্যমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥

বংশীধ্বনি রূপা দূতী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ বনে আগমন সংবাদ শ্রবণে গোপীগণের ভাবোদয়।

এ রূপ সুধাংশু হেরিয়ে হরি।
মনে হল যত ব্রজ সুন্দরী॥
নিকুঞ্জ কাননে গমন করি।
বাজান রসিয়ে রস বাশরী॥

লোকৈশ্বর্য্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
বৈকুণ্ঠাদি বৈভবং যৎ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ॥
যদ্‌ব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
তস্মাৎ ত্রৈলোক্যমধ্যেত্ত পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা॥
ইত্যাদি।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১ অধ্যায়ে;

বৃন্দাবন শব্দস্য ব্যুৎপত্তির্যথা।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে।
রাধাষোড়শ নাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতং॥
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং।
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা॥
ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বৃন্দাবন প্রস্তাবে ১৭ অধ্যায়ে।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা মাহাত্ম্যং যথা।
বৃষভানুসুতা সাচ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।
কৃষ্ণস্যার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা নাথস্য সদৃশী সতী॥
গোলোক বাসিনী সেয়মত্র কৃষ্ণাজ্ঞয়াধুনা।
অযোনিসম্ভবা দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী॥

তাহার স্বরের কি গুণ মরি।
জন্মিল দূতীর মূরতি ধরি॥ *
হাসি হাসি আসি পশি নগরী।
জানায় যেখানে যত নাগরী॥

মাতুর্গর্ব্ভং বায়ুপূর্ণং কৃত্বাচ মায়য়া সতী।
বায়ুনিঃসারণে কালে ধৃত্বাচ শিশুবিগ্রহং॥
আবির্ব্বভূব সা সদ্যঃ পৃথ্ব্যাং কৃষ্ণোপদেশতঃ।
বর্দ্ধতে সা ব্রজে রাধা শুক্লে চন্দ্রকলা যথা॥
শ্রীকৃষ্ণতেজসোহর্দ্ধেন সাচ মূর্ত্তিমতী সতী।
একা মূর্ত্তির্দ্বিধাভূতাভেদো বেদে নিরূপিতঃ॥
ইয়ং স্ত্রী সপুমান্ কিম্বা সাবা কান্তা পুমানয়ং।
দ্বে রূপে তেজসা তুল্যে রূপেণচ গুণেনচ॥
পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যাবা জ্ঞানেন সম্পদেনচ।
পুরতো গমনে নৈব কিন্তু সা বয়সাধিকা॥ ইত্যাদি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ১৩ অধ্যায়ে॥
রাধা নামোচ্চারণানন্তরং কৃষ্ণ নামোচ্চারণ বিধির্যথা।
নারদউবাচ।
আদৌরাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।
নিমিত্তমস্যাগং ভক্তং বদ ভক্তজনপ্রিয়॥
শ্রীকৃষ্ণউবাচ।
নিমিত্তমস্য ত্রিবিধং কথয়ামি নিশাময়।
জগন্মাতাচ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা॥
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শত গুণৈঃ পিতুঃ।

---

*এ কেবল রূপক অলঙ্কার দ্বারা পদ বিন্যাস মাত্র, নচেৎ বংশীরব প্রকৃত দূতীরূপ ধারণ করেন নাই।

ধরিয়ে মুরারি মোহন রূপ।
হয়েছেন কুঞ্জবনের ভূপ॥
যত কামিনীর কাছে ভ্রূভঙ্গে।
করিবেন কামে দমন রঙ্গে॥

রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌশ্রুতং॥
তত্রৈব ৫২ অধ্যায়ে॥

রাধা শব্দস্য ব্যুৎপত্তির্যথা।
রেফোহি কোটি জন্মাঘং কর্ম্ম ভোগং শুভাশুভং।
আকারো গর্ব্ববাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
ধকার আয়ুষোহানিমাকারো ভববন্ধনং।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি নসংশয়ঃ॥
প্রকারান্তরং।
রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্য কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরং॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যং কালমেবচ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃস্বয়ং॥
আকারস্তেজসোরাশিং দান শক্তিং হরৌ যথা।
যোগ শক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকাল হরি স্মৃতিং॥
শ্রুত্যুক্তি স্মরণাদ্যোগমোহজালঞ্চ কিল্বিষং।
রোগশোকমৃত্যুময়া বেপন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
তত্রৈব ১৩ অধ্যায়ে॥

প্রকারান্তরং।
রা শব্দশ্চ মহদ্বিষ্ণোর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রী মাতৃ বাচকঃ॥
ধাত্রী মাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

তাই বলি এস যত যুবতি।
দেখিতে আঁখিতে কৌতুক অতি॥
তোমাদের অরি সে দুরাচার।
আজি পাবে প্রতিফল তাহার॥
শুনিয়ে শীহরে সব সুন্দরী।
বলে কি দূতীর গুণ আমরি॥

তৈন রাধা সমাখ্যাতা হরিণাচ পুরা বুধৈঃ॥
তত্রৈব ১২০ অধ্যায়ে॥

প্রকারান্তরং।
রা শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্ল্লভাং।
ধা শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদং॥
রা ইত্যাদানবচনোধাচ নির্ব্বাণবাচকঃ।
যতোঽবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সাচ রাধা প্রকীর্ত্তিতা॥
ইত্যাদি।
তত্রৈব প্রকৃতি খণ্ডে রাধোপাখ্যানে ৪৮ অধ্যায়ে।
কৃষ্ণ নামে ব্যুৎপত্তির্যথা।
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্ব্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
শ্রীধরস্বামি বচনং।

ভগবান্ বেদব্যাসাদি ঋষিগণ, ও শিব বিরিঞ্চ্যাদি বৃন্দারক বৃন্দ, বেদাদি শাস্ত্র সমূহ দ্বারা এবং মুক্ত কণ্ঠে যে নির্ম্মল প্রেম স্বরূপ মূল প্রকৃতি পুরুষের গুণ গণ বর্ণন করিয়া মনের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই; তবে এ দীন হীনের দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার দিগের অপার গুণ পারাবার প্রবিস্তার রূপে বর্ণিত হইতে পারে।

অন্য দূতীস্বরে ধায় শ্রবণ।
ইহাতে ধায় রে জীবন মন॥
যে ধনী শুনে এ দূতীর ধ্বনি।
অমৃতেরে মৃত ভাবে অমনি॥
হবেনা হবেনা কেন কি দুখে।
জন্মেছে জগত পতির মুখে॥
নিগম যাঁহার বদনোদ্ভব।
ইচ্ছায় যাঁহার হইল ভব॥
হেন জন মুখে জনন যার।
এগুণ কি কভু আশ্চর্য্য তার॥
বলিতে বলিতে সভার মনে।
যে ভাব জন্মিল শুন সুজনে॥

সংসর্গগুণ বর্ণন।

কিহবে হে গুণধাম, কে পূরাবে মনস্কাম,
কেমনে পাইব শ্যাম, তব অঙ্গ সঙ্গ হে।
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, সঙ্গগুণে কিনা হয়,
সাক্ষী তার রসময়, মুরলীর রঙ্গ হে॥
চন্দন বনের কাছে, যত অন্য বন আছে,
চন্দনত্ব পাইয়াছে, শুনেছি ত্রিভঙ্গ হে।
তাই বলি শ্যামরায়, লয়ে যাও হে আমায়,
নহে নাশ হবে কায়, প্রাণ দেয় ভঙ্গ হে॥

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমনের ভাব বর্ণন।

এইরূপে বংশীরবে, মোহিত হইয়ে সবে,
হেরিবারে শ্রীকেশবে, চলে ত্বরা করি রে।
পিরীতের কি আবেশ, যে করিতেছিল বেশ,
ব্যতিক্রম হল শেষ, আহা মরি মরি রে॥
পদভূষা শিরে ধরে, শিরোভূষা পদে পরে,
কটিভূষা কণ্ঠোপরে, পরে সে নাগরী রে।*
নাথের হৃদয়োপরি, সুখেছিল যে সুন্দরী,
চলে কোন ছল করি, আহা মরি মরি রে॥
রন্ধন ভোজন ধর্ম্মে, কি পরিবেশন কর্ম্মে,
যে প্রবৃত্ত সেইমর্ম্মে, সব পরিহরি রে।
লাজ ভয় সর্ব্বনাশি, বাঁশীর হইয়ে দাসী,
বাহির হইল আসি, আহা মরি মরি রে॥
মনে ভাবে পরস্পর, বংশী বরে পরাৎপর,
ডাকিছেন মনোহর, মোরনাম ধরি রে।

---

* অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে এই প্রকার ভাবের নাম বিভ্রম। যথা
বল্লভ প্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ।
বিভ্রমোহারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ।

চন্দ্রাবলী* ভাবে সাধে, বাশরী আমারে সাধে,
রাধা ভাবে বলে রাধে, আহা মরি মরি রে ॥
কিন্তু দেখে সে সকলে, যত গোপী কুঞ্জে চলে,
হাসিএ উহারে বলে, কোথা সহচরি রে ।
কহে যত রসেশ্বরী, আমারি নামটি ধরি,
ডেকেছে গো সে বাশরী, আহা মরি মরি রে ॥
শুনি যত গোপী গণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
পরস্পর সর্ব্বজনে, কহিছে শ্রীহরি রে ।
কিবা মুরলীর গান, মরি কি মধুর তান,
হরে লয় মনঃপ্রাণ, আহা মরি মরি রে ॥

---

* চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধিকা ব্যতীত তাবৎ গোপিকা হইতে মুখ্যা, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তমা, ইনি শ্রীকৃষ্ণ তুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা, এবং বৈদগ্ধ্যাদি গুণেতে আশ্রিতা । যথা

রাধাচন্দ্রাবলী মুখ্যা প্রোক্তা নিত্য প্রিয়াব্রজে ।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয় ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ ।

ইনি শ্রীমতীর পিতৃব্য চন্দ্রভানু নাম গোপকন্যা, শ্রীরাধার ন্যায় ইহাঁরো সমবয়স্কা সহচরী বহুতরা নবযুবতী; এবং কিশোরীর সঙ্গে ইহাঁর সর্ব্বদাই স্বপত্নী ভাব । ইহাঁর স্বরূপ যথা

হেমাভাং মধুরস্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ব্ববিদ্যারতাং,
নানাভূষণভূষিতাঙ্গমধুরাং জাতীসুমল্লীস্রজং ।
বীণাযন্ত্র সুবাদিনীং বরতনুং চিত্রাম্বরং বিভ্রতীং,
ধ্যায়ে কৃষ্ণপরায়ণাং সুচিবুকাং চন্দ্রাবলীং মঞ্জুলাং ॥

পাদ্মে উত্তর খণ্ডে শিবনারদ সম্বাদে শ্রীরাধা জন্মাষ্টমীকথন মাহাত্ম্যে ১৬১ অধ্যায়ে ।

গোপীগণকর্ত্তৃক বংশীধ্বনির
গুণ বর্ণন।

আলো ধনি, হেন ধ্বনি, শুনি নাই শ্রবণে।
একেবারে, সবাকারে, ডাকে বাঁশী কেমনে॥
সেই স্বরে, মন সরে, ত্যজি দেহরতনে।
অনুক্ষণ, রাজা মন, দেহ প্রজা ভুবনে॥
দেহ তবে, আর রবে, কেমনে গো ভবনে।
যত দেহ, ত্যজি গেহ, চলিলেক গহনে॥

—000—

এমন সময়ে পতিভয়ে ভীতা অথচ কৃষ্ণপ্রেমপ্রয়াসিনী
কোন কামিনীর খেদোক্তি।

মনে মোর এই ভয়, পতি অতি দুরাশয়,
না জানি ফিরিছে কত মোরে তত্ত্ব করিতে।
ফিরে ঘরে গেলে পরে, গঞ্জিবেক ঘরে পরে,
তবু রৈতে নারি ঘরে বঁধুর বাশরীতে॥

শ্রীমতীকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

লোকের গঞ্জনে ভয়, করিলে কি প্রেম হয়,
বলনা বলনা ব্রজললনা গো ললনা।

তটিনীর তটোপরি, বাঁকাআঁখি আঁখি ভরি,
হেরি গিয়ে মনোসাধে চলনা গো চলনা,
নিত্যসুখ অন্বেষণে, ঋষিগণ রহে বনে,
কি ভয় হিংসকগণে বলনা গো বলনা।
যে জন জগত্সার, তাঁহারে ভজিতে আর,
কেহ যেন কোন বাধা তুলনা গো তুলনা,

——000——

কোন গোপিকার দেহত্যাগানন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি।

এইরূপে কুঞ্জবনে যায় গোপীগণ।
এখানেতে গ্রাম মধ্যে শুন বিবরণ॥
এক সতী পতিভয়ে আসিতে না পারি।
হৃদিমাঝে চিন্তা করে ত্রিভঙ্গমুরারি॥
ভাবিতে ভাবিতে শেষেত্যাগ করি অঙ্গ।
সকলের আগে সেই পাইল ত্রিভঙ্গ॥
বিচ্ছেদবিকার তার হইল শরীরে।
কাযে কাযে তনুত্যাগ হইল অচিরে॥
সূক্ষ্মময় হৈল প্রাণ ত্যাগ করি কায়।
সুতরাং সবার আগে তার প্রাণ যায়॥
সব গোপিনীর চেয়ে তার ভাল ভাল।
শাপে হয়ে গেল বর মরি কি কপাল॥

কোন কোন গোপিকার স্ব স্ব গৃহেতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

আরো কতিপয় গোপী স্বামির শঙ্কায়।
শ্যামদরশনে কুঞ্জে যাইতে না পায়॥
সেই অপরূপ রূপ মদনমোহনে।
বিরলে বসিয়ে ধ্যান করে এক মনে॥
অতি অনুরাগে ধ্যান করিতে করিতে।
জ্ঞানচক্ষু ধ্যানধনে পাইল দেখিতে॥
ভাগ্যবতী গোপিকার মনঃপ্রাণ সঙ্গে।
বিহার হইল তাঁর মহা রঙ্গে ভঙ্গে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর সন্ধান না পায়।
মেয়ে হয়ে পেলে তাঁরে হায় হায় হায়॥
অতএব কিবা ভাগ্য

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণে মন সঁপি গোপীকুলে॥
ব্যাকুলা হইয়ে ধায় কালী দিয়ে কুলে॥
প্রেম ভরে অবশাঙ্গ খসিছে দুকুল।
টানিছে প্রেমের ডোরে কি করে দু কুল॥

ক্রমে আসি প্রণমিল শ্রীহরির পায়।
কমলকাননে যেন ভৃঙ্গ শোভা পায়॥
হেরিয়ে ঈষৎ হাসি মনঃপ্রাণ হরি।
ছলে গোপীগণে কিছু কহিছেন হরি।

—ooo—

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিতে শ্রীরাসরসামৃতে মহা কাব্যে শ্রীপ্রেমদ্বারবিমোচনোনাম প্রথমোরসঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ

জয়তি।

রাসরসামৃত।

অথ দ্বিতীয় রস।

রাগিণী শোহিনীবাহার।

তাল মধ্যমান।

এতদিন পরে বিধি নিধি দিল করে রে।
পাইলাম প্রাণপ্রিয় শ্যাম গুণাকরে রে॥
শুন ওরে ব্রজভূমি, কি তপ করেছ তুমি,
নিরন্তর নটবর তোমাতে বিহরে রে।
সদাই তোমার সুখ, নাদেখ বিরহদুখ,
মোরে কেন চতুর্ম্মুখ, কুলবতী করে রে॥

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

আমি সব জানি চরাচরে।
আমি হে ত্রিলোকস্বামী, আমি হে অন্তর্যামী,
আমি থাকি বাহিরে অন্তরে।

শুন যত রসবতি, যে কামিনী নিজপতি,
ভক্তি যোগে না করে সেবন।
এলোকে অযশ তার, পরলোকে নাহি পার,
এই সর্ব্ব শাস্ত্রের লিখন॥ *

——০০০——

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

যে ঘোর যামিনী, কুলের কামিনী, হইয়ে কামিনী
এলে হে বনে।
দেখিএ করম, কাঁপিছে মরম, ভয় কি সম্ভ্রম,
নাহিক মনে॥
কেন গোপীকুল, ত্যজিয়ে ত্রি কুল, হইলে ব্যাকুল,
স্বরূপ কবে।
পতি ত্যজি পরে, প্রাণ দিলে পরে, পাপ সিন্ধুপরে,
ভাসিতে হবে॥
তাই বলি সকলে ঘরে ফিরে যাও। ‡

* এই কবিতাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ভজনা করিতে গোপীগণকে নিষেধ করিলেন, এবং প্রবৃত্তিও দিলেন ; এই দুই অর্থই স্ফূর্ত্তি হয়।

‡ বিশেষতশ্চ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চকল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং॥

শ্রীমতীকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

বেদের ভারতী, ত্রিজগত্পতি, তুমি হে শ্রীপতি,
শুনেছি সব।
তোমারে ভজিয়ে, অধর্ম্মে মজিয়ে, নরকে ডুবিয়ে,
রই হে রব॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ণহাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
অস্বর্গ্যময়শস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্রহ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনে ২৯ অধ্যায়ে।

পুনশ্চ।
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণংবিনা॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥
পত্যুঃপ্রিয়ং সদা কুর্ব্বাদ্বচসাপরিচর্য্যয়া।
তদাজ্ঞানুচরীভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥
নেক্ষেৎপতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
মাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতিব্রতা॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যাপ্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে।

যদি জগৎপতি, হৈল পরপতি, কোন মূঢ়মতি,
পতি কেশব।
মরি হায় হায়, জেনেছি তোমায়, ভুলাবে কাহার
কথাতে তব॥

অন্যচ্চ।
পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাং ———————
চাণক্যসংগৃহীত সারসংগ্রহে।

অপরঞ্চ।
নগরস্থো বনস্থোবা পাপো বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাংস্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়া॥
ভর্ত্তা হি পরমং ন্যার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্ব্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা॥
বিষ্ণুশর্ম্মসংগৃহীত হিতোপদেশে বিগ্রহখণ্ডে।

কিঞ্চ
সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
ভর্ত্তা যস্যা গুণান্ ব্রূতে শীল ধর্ম্ম সমন্বিতান্।
অগ্নিসাক্ষিক মর্য্যাদো ভর্ত্তা হি শরণং স্ত্রিয়াঃ॥
ইত্যাদি।
তত্রৈব মিত্রলাভখণ্ডে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তদুত্তর প্রদান।

পুনর্ব্বার ছল করি কহেন শ্রীকান্ত।
ভাল যেন আমি ব্রহ্ম চিনেছ একান্ত॥
ভাল যেন পাপ নাই ভজিলে এ কান্ত।
কিন্তু লোকে বুঝিবেনা হলেও প্রাণান্ত॥
ঘরে পরে কলঙ্কিনী বলিবে নিতান্ত।
তাই বলি গোপীগণ প্রেমে হও ক্ষান্ত॥

পুনর্ব্বার শ্রীমতীর উত্তর।

কলঙ্কের ভয় কি দেখাও রসময়।
তাই চাই শ্যামকলঙ্কিনী নাম হয়॥
যে রসেতে রসিক যে জন রসরায়।
সেই কথা জল্পনায় কাল তার যায়॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা ভোজনে ভ্রমণে।
সেই ভাব ভাবয়ে সতত মনে মনে॥
করে সে যে কোন কর্ম্ম রয় সে যেখানে।
মন কিন্তু থাকে তার সেই দিক্‌পানে॥
সে রসে রসিক তারে যদি কেহ বলে।
ভাবে গদগদ হয়ে আহ্লাদেতে গলে॥

যদি লোকে কলঙ্কিনী বলে গোপিকায়।
সে কলঙ্ক ভূষণ হবে হে সর্ব্বকায়॥
যদি লোকে বলে গোপী হারাইল কুল।
আমরা বলিব বঁধু পাইলাম কুল॥
এভাব ভাবক বিনা বুঝে কোন জন।
শুনিয়ে হাসেন হরি মদনমোহন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রতি বৃন্দাদূতীর উক্তি।

কাছে আসি হাসি হাসি বৃন্দাদূতী কয়।
বুঝেছি তোমার ভাব শুন গুণময়॥
গোপিকার ভুরুযুগ ধনুর সমান।
নয়নের তুণে আছে কটাক্ষের বাণ॥
সেই চাপে সেই বাণ করিয়ে যোজন।
প্রহার করিয়ে লয় হরিয়ে চেতন॥
সেই ভয়ে বুঝি নাথ হইয়ে ভাবিত।
ফিরে যেতে গোপীগণে কহিলে ত্বরিত॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর।

একি কথা প্রাণদূতি কহিলে কেমনে।
তুমি অতি বুদ্ধিমতী এই বৃন্দাবনে॥

যদি ও কটাক্ষবাণে হয় হে মরণ।
অধর সুধায় পুন পাইব জীবন॥
তাই বলি বল দেখি কি ভয় তাহায়।
বরং সে সুধায় যম জয়ী হওয়া যায়॥
অগ্রে কিছু ক্লেশ পেয়ে শেষ এত সুখ।
হয় যার তারে সখি বিধাতা সুমুখ॥

অতএব দূতি? আমি গোপীগণকে আর আরে কারণে গৃহগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছি; নচেৎ এবিষয়ে আমার লাভ ব্যতীত কোন মতেই হানি নাই।

—— ০০ ——

পুনর্ব্বার শ্রীরাধার উক্তি।

গোপিকার দেহরথে, অতিশয় মনোরথে,
সারথি হইলা মন শুন মহামতি হে।
পদদ্বয় হয় তায়, তারা না কেমনে যায়,
না করে সারথিবর যদি অনুমতি হে॥
সারথির মনস্কাম, তোমারে ভজিবে শ্যাম,
গোপীর শরীররথে ত্বরাকবি অতি হে।
তবে ওহে গুণাগার, কেমনে ভবনে আর,
ফিরে যেতে পারে সব নবী রসবতী হে॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

———————বিধুমুখি বলনা তব সারথিরে।
শ্রীনন্দনন্দন না বিহরে জীববপুরথবাহিরে॥
নিরন্তর অন্তরে বিহরে তিলেক অন্তর নাহিরে।
তবে কি মতে বাসনা পূর্ণ হইবে বলনা সখিরে॥

শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তদুত্তর প্রদান।

শুন গুণসাগর রসময় নাগর সুদীননাথ মুরারে।
জীবশরীরে গোপনভাবে বিহরিছ আত্মাকারে॥
বাহির হইয়ে বিহার করিলে কি দোষ তাহে বলনা।
তব ছল বচনে হে বংশীধর কভু ভুলিবে না ললনা॥

সকল গোপিনীর উক্তি।

শুন ওহে রসরায়, বিশেষ যে দুতিকায়,
পাঠাইয়ে ছিলে হে নগরে।
শুনিয়ে তাহার বাণী, অমৃতেরে মৃত মানি,
শ্রোত্রেন্দ্রিয় মোহিত অন্তরে॥

এই ছন্দঃদ্বয় মাত্রাবৃত্তি, অর্থাৎ লঘু গুরু উচ্চারণাধীন পাঠ্য।

শ্রোত্রের দেখিয়ে গতি, নেত্রের হইল মতি,
দর্শন করিতে তব মুখ ।
করদ্বয় জানি ইহা, করে আলিঙ্গনে ঈহা,
ভাবে ভগে যায় মনোদুখ ॥
এ তত্ত্ব জানিয়ে পদ, হয়ে ভাবে গদগদ,
বলে সবে চিন্তা দূর কর ।
স্বচ্ছন্দে সবারে বয়ে, এখনি যাইব লয়ে,
সেখানেতে জগত ঈশ্বর ॥
শুনিয়ে ইন্দ্রিয়পতি, মনরায় মহামতি,
সকলে আশ্বাস দিয়ে বলে ।
আমি আগে দেখে আসি, কেমন সে গুণরাশি,
পরে লয়ে যাব হে সকলে ॥
এই বলি মন এল, আর নাহি ফিরে গেল,
রাজা বিনা প্রজা হত হয় ।
তাই করি প্রাণ পণ, এসেছি হে নারায়ণ,
ফিরে নিতে মন গুণময় ॥
তুমি প্রভু অনায়াসে, মনোভূপে নিজ পাশে
লুকায়ে রাখিলে চুরি করি ।
যদি তারে দেহ ফিরে, ফিরে যাই ধীরে ধীরে,
ওহে বঁধু মনোচোর হরি ॥

চিরকাল নীলমণি, তুমি চোরচূড়ামণি,
ক্ষীর ননী করিতে হরণ।
রাজপথে আসিছুটে, গোপীর পসরা লুটে,
করপুটে করিতে ভোজন॥
তাতে কিছু বড় ক্ষতি, হতো না হে ব্রজপতি,
তুচ্ছ খাদ্য দ্রব্য বৈত নয়।
শরীরের সার ধন, চুরি করি নিলে মন,
কেমন বিচার রসময়॥
মনে যদি নিলে হরি, প্রাণে রাখ সঙ্গে করি
মন ছাড়া প্রাণ নাহি রয়॥

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তর প্রদান।

হায় মোরে মনোচোর বলিলে কেমনে।
তোমরাতো বড় সাধু এতিন ভুবনে॥
মরাল বারণ হতে হরেছ গমন।
চাঁদহতে মুখছাঁদ করেছ হরণ॥
সিংহ হতে কটি নিলে করিয়ে চাতুরী।
নিতম্বেতে দ্বীপের উচ্চতা কর চুরি॥
অতএব কত আর করিব হে নাম।

তবু মোরে চোর বল রাম রাম রাম ॥
বিধিও তেমতি শাস্তি করেছে প্রদান।
সকলেরি বুকে কুচপাষাণ চাপান ॥
মলরূপ বেড়ি পায় তবু দর্প সার।
চালনী বলেন সূঁচে কি ছিদ্র তোমার ॥
সে যাহক কেহ কেহ এসেছ যে বেশে।
লজ্জায় উন্মত্তগণ ভ্রমে দেশে দেশে ॥
শুনি সে সবার মন হইল চেতন।
লাজ উপজিল অঙ্গে পড়িয়ে নয়ন ॥
একেএকে সবে হরি জিজ্ঞাসে কারণ।
চতুরা গোপী কি বলে শুন সর্ব্বজন ॥

প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধ।

কৃষ্ণ—কে হে এরূপ বেশ কহনা স্বরূপ?
গোপী—তোমার বংশীর গুণ কি কব শ্রীরূপ ॥
কৃষ্ণ—বসন ভূষণ কেন বিপরীত ভাব?
গো—ভাবে বুঝ প্রণয়ের এমতি প্রভাব ॥
কৃষ্ণ—শিরোভূষা কি হেতু চরণে শোভা পায়?
গো—তোমারে দেখিবে বলি ধরিয়াছে পায় ॥
কৃষ্ণ—অঞ্জন কি হেতু ভালে খঞ্জননয়নে?

গো—অগ্রসর হইয়ে দেখিতে সাধ মনে॥
কৃষ্ণ—কঙ্কণ কি হেতু কর্ণে কহনা আমায়?
গো—কাণে ধরে টেনে আনে দেখাতে তোমায়॥
কৃষ্ণ—নাসার বেশোর ধনি কি কারণ করে?
গো—সময় না পেয়ে কর এই রূপ করে॥
কৃষ্ণ—একি দায় নারীরে কথায় আঁটা ভার?
গো—এত মিথ্যা কথা নয় ভেব না অসার॥
কৃষ্ণ—যাহা কহি বিপরীত ঘটাও তাহায়?
গো—এমন ভাবিলে বঁধু তবে বড় দায়॥
কৃষ্ণ—কুলবালা অবলা সরলা কভু নয়?
গো—ছাড়িনা প্রমাণ না দিলে রসময়॥
কৃষ্ণ—শুন সে প্রমাণ তবে গোপাঙ্গনাগণ?
গো—কহ দেখি বাঁকাআঁখি শুনি সে কেমন॥

ছলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নারীনিন্দা।

অবলা সরলা নারী কোন মূঢ়ে বলে।
তবে আর কেবা বলী খল ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়াছি ভীম নাকি বড় ভীম বলী।
কিন্তু সে তাহার বল গদাতে কেবলি॥

নারীর বলের কথা বলে সাধ্য কার।
অস্ত্র শস্ত্র গদাদিতে কি কাজ তাহার॥
বারেক ভঙ্গিমা যারে করান্ দর্শন।
তখনি সে প্রায় যায় শমন ভবন॥
অস্ত্র শস্ত্র গদাদি করেন যদি করে।
তা হলে সংসার আর না জানি কি করে॥
সরলাও এই রূপ কি কহিব আর।
"যেমন্ দেব ভূষণ বাহন তেমনি তার"
সর্পেরে সকলে বলে খলের প্রধান।
কিন্তু সে কখন নয় নারীর সমান॥
কাছে আসি সর্প যদি করয়ে দংশন॥
তবেত জীবের হয় তখন মরণ॥
দূরে থাকি নেত্রে নারী হেরেন যাহারে।
তখনি অমনি প্রাণে বধেন তাহারে॥
সুধীর সুধীর উক্তি "বিষে বিষ ক্ষয়"*
সর্পে যদি পুনঃ দংশে বাঁচে সে নিশ্চয়॥
নারীগণ পুনঃপুন দৃষ্টি দেন যত।

* অস্য কবিতেয়ং
দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধং॥
শৃঙ্গার তিলকে।

তত‌ই করেন নরে ক্রমে ক্রমে হত ॥
তাই বলি গোপীগণ বুঝনা বিচারে।
খলতায় ভুজঙ্গ কি জয়ী হতে পারে ॥
কিন্তু এক গুণ আছে কামিনী সবার।
দুঃখ পারাবারে তাই নরে হয় পার ॥
সর্প দেখ কাছে এলে অবশ্য মরণ।
কামিনী আইলে কাছে জীবের বাঁচন ॥
দূরে থাকি কটাক্ষে বধেন প্রাণ যায়।
কাছে এলে করেন জীবন দান তায় ॥
বিশেষতঃ শ্রীমুখের সুধা দেন যায়।
কটাক্ষের যে ক্লেশ তখনি তার যায় ॥
মহা সুখী হয় যেন করে স্বর্গ পায়।
এই হেতু নারীবশ পুরুষেতে প্রায় ॥
ভাল ভাল এক কথা জিজ্ঞাসি সবায়।
প্রেম যে করিবে তবে প্রেম কহে কায় ॥

চন্দ্রাবলীকর্ত্তৃক প্রেমবর্ণন।

শুন রসময়, প্রেম পরিচয়, রূপ তার অপরূপ।
নিন্দি ইন্দীবর, আঁখি মনোহর, বদন সরোজ রূপ ॥

লাজেতে চপলা, হইল চপলা, হেরিয়ে তাহার হাসি।
তাহার বচন, না শুনে যে জন, সে হয় সুধা প্রয়াসী ॥

স্বভাব সরল, অতি নিরমল, তুলনা কি হবে চাঁদে।
কলঙ্কী সে জন, বিখ্যাত ভুবন, মৃগহরণাপবাদে ॥
প্রেমের মন্ত্রিবর, পরম সুন্দর, আবেশ আখ্যান যার।
খেদে কাঁদে প্রাণ, হয়ে রূপবান, অদ্ভুত শক্তি তার ॥
সে যারে দেখায়, সে যারে চিনায়, তারে প্রেম ভাল বাসে।
শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, রাখে তারে চিদাকাশে ॥
নিরন্তর সুখে, থাকে মুখেমুখে, এই সাধ অনিবার।
বিরহবদন, দেখিতে কখন, বাসনা নাহিক তার ॥
মিলন সময়ে, বিরহের ভয়ে, ভাবিয়ে ব্যাকুল মনে।
বিরহ যখন, মিলন কারণ, সতত মগ্ন রোদনে ॥
দোষ গুণ তার, না করে বিচার, বরং দোষে গুণ ভাবে।
যদি কটু কয়, তাহা সয়ে রয়, বরং গদগদ ভাবে ॥
গুরুর গঞ্জনে, লোকের লাঞ্ছনে, কিছু নাহি ভয় হয়।
হলে পরসঙ্গ, তাহারি প্রসঙ্গ, লাজ ভয়ে নাহি ভয় ॥
হলে সে কুরূপ, না ভাবে বিরূপ, ভাল বাসে নিশি দিবা।
আহা মরি মরি, দেখ প্রাণহরি, আবেশের শক্তি কিবা ॥
কাল রূপে তাই, মজিয়ে সবাই, হয়েছি তোমার দাসী।
শুনি সে ভারতী, মোহিত শ্রীপতি, অধরে না ধরে হাসি ॥

শ্রীরাধার উক্তি।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
প্রেমে আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই।
যত মূঢমতি, এধনের প্রতি,
প্রতিবাদী হয় কেন কানাই॥
ব্রহ্মের ভজনে, ভবনে স্বজনে,
শয়নে ভোজনে, ঔদাস্য জ্ঞান।
মান অপমান, সকলি সমান,
সুস্থান কুস্থান, বোধ সমান॥
লোক লাজ ভয়, কিছু নাহি রয়,
নীচানীচ ভেদ নাহিক মনে।
কি শুচি অশুচি, দুয়ে সম রুচি,
দয়া মায়া সব সেএক জনে॥
প্রেমোপাসনার, তেমতি ব্যভার,
দেখনা বিচার, করিয়ে মনে।
তাই প্রেমধন, করি আরাধন,
ব্রহ্ম সনাতন, ভাবি সে ধনে॥

শ্যাম হে তুমি সেই প্রেমময় মাত্র সুতরাং তুমিই ব্রহ্ম, আমরা অবশ্যই তোমার প্রেমের দাসী হইব, কোন বাধা

মানিব না, কোন মতে ভুলিব না; অতএব প্রার্থনা করি*

পঙ্কজলোচনে, কৃপাবলোকনে, মম প্রাণ মনে,
রাখ হে হরি।
তব সুধা পান, করে মনঃ প্রাণ, হয়ে সাবধান,
দিবা সর্ব্বরী॥
মনঃ প্রাণ হয়, চঞ্চলাতিশয়, বিচ্ছেদের ভয়,
তাইত করি।

---

* আমার প্রেমময়ী রসবতী রাধে; ধন্যা ধন্যা জগন্মান্যা রাজকন্যা সতী; আহা মরি তোমার কিবা বুদ্ধির প্রখরতা, ভগবান্‌চন্দ্রেতে আর প্রেমেতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার সংশয় কি। দেখ ভগবানের যেরূপ রূপ ও লক্ষণ প্রেমেরো সেই প্রকার সর্ব্বস্ব; আর প্রেমের অধিষ্ঠাতৃদেবতো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যথা।

স্থিরদ্রবঃস্থায়িভাবঃ প্রেমা শ্যামকলেবরঃ।
শ্রীকৃষ্ণদৈবতঃ শুদ্ধ স্বভাব প্রকৃতিগতঃ॥
ভোজদেবীয় রসকৌমুদ্যাং।

অতএব এই প্রেম পরিপক্ক হইলেই সেই অতুল্য অমূল্য ধন যে নিত্য সুখ তাহা অবশ্য লাভ হয় যথা।

প্রেম পরিপক্ক হৈলে হয় মহারাগ।
মহারাগ হয় যার সেই মহাভাগ॥
বনয়ারি গোবিন্দ প্রকাশিত রসতরঙ্গিনী গ্রন্থে।

তা হলে আমার, কাম বিষে আর, নাহিক নিস্তার,
কেমনে তরি ॥ *

শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় গোপীগণের অহঙ্কার ও, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

তখন—শ্যামে নিরুত্তর দেখি যত গোপীগণ।
বুঝিল সম্মত হৈল মদনমোহন ॥ ‡
কেহ আসি হাসিহাসি পীত ধটি ধরে।
কেহ বা ভ্রূভঙ্গ করে রস রঙ্গ ভরে ॥
কেহ বনফুলে মালা গেঁথে দেয় গলে।
কেহ বা শ্রীপদযুগ মুছায় অঞ্চলে ॥
কেহ তাঁর কর নিজ পয়োধরে ধরে।
কেহ গুণগান গায় সুমধুরস্বরে ॥
কেহ পুষ্প গুচ্ছলয়ে চূড়ায় পরায়।
কেহ বলে কাম পূর্ণ কর শ্যামরায় ॥
কেহ চন্দ্রমুখ পানে এক দৃষ্টে চায়।
বলে কেন পলক হইল হায় হায় ॥

---

* এই কবিতাতে তিন অর্থ স্ফূর্ত্তি হয়; প্রথমার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি; দ্বিতীয়ার্থ শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি; তৃতীয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

‡ যে হেতুক "মৌনং সম্মতি লক্ষণং"।

মনে মনে মহা দর্প হইল সবার।
ত্রিলোকে এমন ভাগ্য কোথা আছে কার ॥
দিনেশ গণেশ শেষ বিধি কালী কাল।
সন্ধান না পান যাঁর সাধি সর্ব্বকাল ॥
সে ধন শ্রীবৃন্দারণ্যে গোপিকার ধন।
ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য ধন্য গোপীগণ ॥
এই রূপে ব্রজাঙ্গনা মহা গর্ব্ব করে।
অন্তর্যামি ভগবান্ জানিলা অন্তরে ॥
গোপিকার অহঙ্কার করিবারে চূর্ণ।
রাধা সঙ্গে একা শ্যাম অন্তর্হিত তূর্ণ ॥
যদি বল দোঁহে একা সে আর কেমন।
ভাবক সেবক বিনা কে বুঝে কারণ ॥
এক ব্রহ্ম ত্রিলোকেশ ত্রিলোক তারণে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে ভেদ বৃন্দাবনে ॥*

---

*যথা। দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গাচ রাধিকা।
বভূব গোপীসংঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ ॥
রাধাবামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্বভূবসা।
চতুর্ভুজস্য যা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥
শ্রীকৃষ্ণলোমকূপেশ্চ বভুবুঃ সর্ব্ব বল্লবাঃ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে রাধোপাখ্যানে ৪৫ অধ্যায়ে।
স্বয়ং দেবী হরেঃক্রোড়ে ছায়ারায়াণকামিনী ॥
তত্রৈব।

বনে বনে পদব্রজে চলিতে চলিতে।
কমলিনী সতী অতি ব্যথা পান চিতে॥
কাতর হইয়ে কৃষ্ণে কহেন শ্রীমতী।
আমি আর চলিতে না পারি প্রাণপতি॥
আপনার প্রকৃতির বাড়াইতে মান।
রাধারে করেন স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্॥
বিধুমুখী অধোমুখী লজ্জা পেয়ে মনে।
ঈষৎ হাসিয়ে মুখ ঢাকেন বসনে॥ †

---

† অত্র শ্রীবেদব্যাস গোস্বামী বর্ণন করেন; যে যে গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন, তাঁহারও অর্থাৎ রাধারও মনোমধ্যে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। এ জন্য দর্পহারি রাসেশ্বর তাঁহাকেও বিরহ সাগরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

যথা।

সাচমেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্ব যোষিতং।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥
এবমুক্তঃ সতামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্ধে কৃষ্ণঃ সাবধূরন্বতপ্যত॥

ভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়া বর্ণনে ৩০ অধ্যায়ে।

কিন্তু যিনি শুদ্ধ প্রেমময়ী মূলপ্রকৃতি; যাঁহার চরিত্র অহঙ্কারের লেশ মাত্র শূন্য; যিনি কেবল সুখময় প্রেমের ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই জানেন না; আমি ভজনহীন সাধারণ নর, কি প্রকারে তাঁহার এ প্রকার অহঙ্কাররূপ পাপবিকার বর্ণন

অত্র শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া গ্রন্থকারের মনোমধ্যে এই ভাবোদয় হইল।

অপরূপ শ্রীরাধার প্রেম।

তাই মন বলি সার, স্মরে কাজ নাহি আর,
সেই প্রেমে মজ হবে ক্ষেম ॥
যদি বল প্রাণ সম, ঘরে আছে নারী মম,
কত সুখ তার আলিঙ্গনে।

করিতে পারি; যে কৌতুক অহঙ্কারের পর আর রিপু নাই; "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ" গোস্বামীজী সাক্ষাৎ ভগবান্ "ব্যাসো নারায়ণঃস্বয়ং" তাঁহার লেখনি শোভা পায়। বিশেষতঃ প্রেম পক্ষে অহঙ্কারাদি অতি গর্হিত, যাহাতে কোন কলঙ্ক নাই, কেবল নির্ম্মল জাহ্নবীজলসদৃশ বিমলচিত্ত ব্যক্তির শীলতা দ্বারা যাঁহার অবয়ব নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই জগত্রকে এমন পরম পদার্থ প্রেম নিধির শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, এবং যিনি প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতে অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তিনি কি এই প্রকার তাহাতে কলঙ্ক যোজন করিতে পারেন। অপর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্রীমতী-কে স্কন্ধে করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ। যথা।

সৌভাগ্যেন ব্রজকুলবধূ সার্থ সীমন্তরত্নং,
যা কংসারেরতিগুণবতী স্কন্ধমপ্যারুরোহ।
সেয়ং রাধা ব্যথয়তি তনুং ধূলিভির্ধূসরাঙ্গী।
নীহারাশ্রু স্নপিতনয়নাঃ শাখিনো রোদয়ন্তি ॥
উদ্ধবদূত কাব্যে।

কিন্তু তার এই রতি, ক্ষুদ্র জ্ঞান যেন রতি,
রাই রতি আছে যার মনে ॥
তথাপি কেমন মায়াজাল।
জানিয়ে সকল তত্ত্ব, সংসার পালনে মত্ত,
হয়ে আছে কি ঘোর জঞ্জাল ॥
রাধার মধুর হাসি, যেমন পীযূষ রাশি,
হাসি নয় সে প্রেমের ফাঁসি।
তবু নারী ঈষৎ হাস্য, তবু নারী রূপ আস্য,
কেন এত ভাল বাসাবাসি ॥
অনুরোধ রাখহ আমার।
দেখ দেখি একবার, বশ হয়ে রাধিকার,
কত সুখ হয় হে তোমার ॥
ধিক্‌রে অবোধ মন, প্রিয় ভব হেন জন,
যে অনিত্য জল বিম্ব মত।
যৌবন যে আছে তায়, সে অশীত শশিপ্রায়,
দেখিতে দেখিতে হয় হত ॥
ভাব দেখি ভাব শ্রীরাধার।
যে চিরযৌবনী ধনী, রমণীর শিরোমণি,
অজর অমর তনু যাঁর ॥
সে রূপ রূপত আর, ত্রিভুবনে পাওয়া ভার,
সর্ব্বরূপ যা হ'তে জন্মান।

যাঁরে কন বংশীধারি, আমার রাই কি নারী,
স্মরের শরের খর শান ॥
কি বর্ণিব চরিত্র তাঁহার।
যেন অতি সুশীতল, নির্ম্মল জাহ্নবী জল,
শুদ্ধ তায় প্রেমের ব্যাপার ॥
দেখ দেবদেব শিব, জীবে যিনি দেন শিব,
তাঁর নাথ প্রভু ভগবান্।
চূড়ায় রাধার নাম, লিখিয়া সে গুণধাম,
বাঁসরিতে সদা গুণ গান ॥
বলিহারি প্যারীর পিরীতে।
তাহে স্থানাস্থান নাই, কালাকাল নাহি ভাই,
পার সদা সর্ব্বত্র ভজিতে ॥ †
ভাবিলে ভাবক জনে, এই ভাব সেই ক্ষণে,
তাহার উদয় হয় স্পষ্ট।
অশ্রু স্তম্ভ স্বরভেদ, রোমাঞ্চ বেপথু স্বেদ,
বৈবর্ণ প্রলয় এই অষ্ট ॥ *

---

† যথা। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিত্যাদি।
বেদান্তে ৩ সূত্রে ৪ পাদে।

* যথা। স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥
অলঙ্কার কৌস্তুভে।

ইহার সাত্ত্বিক ভাব নাম।
ভাবিতে রাধার অঙ্গ, যার হয় এই রঙ্গ,
পায় সেই নিত্য সুখ ধাম ॥
অধিক কি কব আর, চমৎকার ভাব তার,
জীবনে বিমুক্ত হয়ে রয়।
কোন ভেক নাহি ধরে, শুদ্ধ মত্ত ভাব ভরে,
উদার চরিত্র রসময় ॥
নাহি তার কিছুই নিয়ম। ‡
কর্ম্মকাণ্ড আছে যত, কিছুতে না হয় রত,
শুচি কি অশুচি তার সম ॥
ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে, শুদ্ধমাত্র উঠে ডেকে,
বন্ধুগণ কে আছে তাপিত।
হয়ে অতি বেগবান্, প্যারীর প্রেমের বাণ,
বয়ে যায় এস হে ত্বরিত ॥
না পারি চিনিতে মূঢ় যত।
যদি ব্যঙ্গ করে তারে, কি ক্ষতি করিতে পারে,
মৃদুবাতে টলে কি পর্ব্বত ॥

---

‡ যথা।
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিংকার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥
কুলার্ণবে।

অতএব শুন মন, সেই নিত্য সুখ ধন,
যদি তব থাকে প্রয়োজন।
রাই প্রেমে মজ মজ, রাই রূপ ভজ ভজ,
সদা করি একান্ত মনন॥
যুগল রূপেতে তাঁরে ভাব।
শ্যামের ত্রিভঙ্গ সঙ্গে, বিহার হতেছে রঙ্গে,
অপার সুখদ এই ভাব॥
ব্রহ্মের প্রকৃতি প্যারী, আকৃতি শ্রীবংশীধারী,
এ হেতু দুয়েরি হও বশ।
তাঁহারে যুগল বেশে, ভজ মন মহাবেশে,
দ্বারিকানাথের এই রস॥

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত শ্রীরাসরসামৃতে
শ্রীপ্রেমমুখাবলোকনো নাম দ্বিতীয়ঃরসঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো
জয়তি।
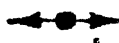
রাসরসামৃত।

অথ তৃতীয় রস।

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ বর্ণন।

রাগিণী বারোঁয়া।
তাল ঠুংরি।

বিরহ রে! ত্যজ গোপিনী গণে
মজিলে গমন হবে শমন ভবনে॥
আমরা কালার লাগি, হইব রে তনুত্যাগী,
তুই হবি মৃত্যু ভাগী, কি কারণে। ধ্রু॥

নাহি হেরি হরি যত ব্রজের ললনা।
বলে সখি হল একি উপায় বলনা॥
হাতে দিয়ে হেন নিধি পুন নিল হরি।
এই কি বিধির বিধি আহা মরি মরি॥
একুল ও কুল আজি গেল দুই কুল।
কেমনে যাইবে কুলে কুলবতী কুল॥

অকূলে পড়িয়ে প্রাণ করে গো আকুল।
লাভের মধ্যেতে শ্যাম করিল বাতুল॥
কুল গেল তবু নাহি পেলাম কেশবে।
লাভে হতে কুলকলঙ্কিনী নাম হবে॥
কে বলে সে নটবরে দীনদয়াময়।
তা হলে কি অবলার এত দুঃখ হয়॥
কে বলে হরির নামে রোগ শোক হরে।
তা হলে বিরহ রোগে গোপিনী কি মরে॥
কুল বালা অবলা আনিয়ে ঘোর বনে।
স্বচ্ছন্দে প্রস্থান প্রভু করিলে কেমনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল নিবিড় গহন।
দ্বিযাম যামিনী তাহে অত্যন্ত ভীষণ॥
এতে কি নারীর প্রাণ বাঁচে হে ত্রিভঙ্গ।
একে ঘোর বিরহ দহনে দহে অঙ্গ॥
জানা গেল তুমি যত প্রেমিক সুজন।
তা হলে এমন প্রেম কর কি ভঞ্জন॥
প্রথম মিলন মাত্র বিচ্ছেদ ঘটন।
এ দুঃখ হইতে মৃত্যু ভাল নারায়ণ॥
কিন্তু তব কৃষ্ণনাম মহিমা কেমন।
স্মরণেতে মরণের হয় হে মরণ॥

কি কাল কালার প্রেম মরণো বিমুখ।
দেখ দেখি প্রাণ সখি কেমন অসুখ॥

বিরহ বিকার বর্ণন।

অনন্তর গোপীগণ, সমর্পণ করি মন,
ভাবিছেন ভব কর্ণধারে।
ভাবিতে ভাবিতে বেশ, অদ্ভুত ঘটিল শেষ,
সকলে ভুলিল আপনারে॥
ভাবনার বিকারেতে, গোপিকার শরীরেতে,
কিছু মাত্র নাহি বাহ্য জ্ঞান।
কেহ ভাবে আমি হরি, কি আশ্চর্য্য হরি হরি,
জ্ঞানবানে বুঝে এ সন্ধান॥
কেহ বলে ব্রজনারী, দেখ আমি বংশীধারী,
হের মোর কি বঙ্কিম আঁখি।
আনন্দে আমার সঙ্গে, বিহার করহ রঙ্গে,
সদা মম প্রতি মতি রাখি॥
যে ভাবেতে শ্রীনিবাস, হরিয়ে ছিলেন বাস,
সেই ভাবে কোন গোপী বলে।
যদি সবে যোড় করে, প্রণমহ দিনকরে,
তবে বস্ত্র দিব হে সকলে॥

সেই প্রভু ভগবান্, যেমন গমনে যান,
যেমন চাহনি চান তিনি।
হয়ে ভাবে ঢল ঢল, সেই সর্ব্ব অবিকল,
দেখালেন কোন বিরহিণী॥
যে ভাবে কদম্বতলে, বসিতেন কুতূহলে,
সে ভাব দেখান কোন ধনী।
বৃন্দাবনে রসরাজ, করিলেন যে যে কাজ,
দেখালেন যতেক রমণী॥*

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভাব অত্যন্ত বিস্তার রূপে বর্ণিত আছে। গোপীগণের এতাদৃশ চিত্ত বিভ্রমের তাৎপর্য্য এই, যে একান্ত চিত্তে যে ব্যক্তি যাহা ভাবনা করেন, তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন। যথা।

রাগিণী শোহিনী বাহার। তাল মধ্যমান।
যে জন যা ভাবে সদা তা হয় সে জন।
দেখ তৈলপায়ী তার আছে নিদর্শন॥
পেশস্কৃত যে সময়, বেগে আসি ধরে তায়,
ভয়ে তার রূপ ভাবি হয় সে তেমন।
অতএব নিত্য ধনে, ভাবনা রে কি কারণে,
যাঁরে ভাবি তৎস্বরূপ হবে সর্ব্বক্ষণ॥

বিশেষতঃ শ্রুতিতে এমত প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে, যে নর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হয়েন। যথা

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, কেবল টীকা বাহুল্য ভয়ে সংগ্রহ করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া গোপী গণকে যমুনা পার করণ কালীন শ্রীরাধিকার প্রতি যে প্রকার উক্তি করিয়া ছিলেন; সেই প্রকার ললিতা সখী * আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া, বিশাখা সখীকে রাধাভ্রমে কহিতেছেন।

---

* সখীদিগের মধ্যে ললিতা বা অনুরাধা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী এই অষ্ট সখী সর্ব্বপ্রধানা। যথা

পরমশ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা॥
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টো সর্ব্বগুণাগ্রিমা॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ॥

ইহাঁরা রাধা কৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা ও অত্যন্ত বিশ্বাস পাত্রী, এবং নিরুপম রূপ গুণ বিশিষ্টা; রাধা শ্যামের তাবত্ গোপনীয় কর্ম্ম ইহাঁরদিগের দৃষ্টিপথে হইত; ভগবান্ চন্দ্র শ্রীমতীর সহিত বিহারার্থ কুঞ্জবনমধ্যে নানা রত্ন বিনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্মাকার যে কেলিমঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অষ্টদলে ঐ অষ্ট সখী উপবেশন করিতেন। মধ্যস্থলে শ্রীরাধাগোবিন্দ ভুবন মনোহর রূপে বিরাজ করিতেন। ঐ অষ্টসখী শ্রেণীয় নাগরী বরিষ্ঠা ইহাঁদিগের মধ্যে ললিতা সখী সর্ব্বপ্রধানা। ইহাঁতে দুর্গাতে আর রাধিকাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যথা।

যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।
এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥
পাদ্মে পাতালখণ্ডে রাসলীলায়াং নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং॥

কটিতে কসণ, যে নীল বসন, হবে হে দূষণ,
রমণীমণি।
জ্ঞান করি ঘন, যদি ঘন ঘন, বহয়ে পবন,
এণনয়নি ॥
কেমনে তরিতে,উঠিবে ত্বরিতে,নারিবে তরিতে,
বিধুবদনি ॥

ললিতাস্তোত্রং।
শ্রীরাধাপ্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং
হেমাঙ্গীং পরিবাদিনীং সুমধুরস্বানাং সুবেশান্বয়াং।
গন্ধর্বাভরকৈর্নবোজ্জ্বলতনুং নিত্যাং জগন্মোহিনীং
বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গনয়নীং পীতাম্বরেণাবৃতাং ॥
পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীরাধাজন্মাষ্টমীব্রতকথনমাহাত্ম্যে
১৬২ অধ্যায়ে।

অপর কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নলেখা, শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা, অনঙ্গমঞ্জরী, এই অষ্টসখী ও রাধা শ্যামের পরম প্রিয় পাত্রী। ইহাঁদিগের শ্রেণীর নাম বর প্রথমমণ্ডল। যথা।

বরত্বেনাভিধীয়ন্তে এতা অষ্টৌ হি কন্যকাঃ।
সর্ব্বা দ্বাদশবর্ষীয়াস্তাসামাদ্যা কলাবতী ॥
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরী ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী ॥
শ্রীকৃষ্ণপরিবারমালায়াং।

দ্বিতীয়মণ্ডল বর শ্রেণীতে বিস্তর গোপিকা ইহাঁরদিগের প্রত্যেকের বিশেষ পরিচয় শ্রীকৃষ্ণপরিবারমালাতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে।

বিশাখা সখী ও ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে উত্তর
প্রদান করিতেছেন।

ওহে পীতাম্বর, এই নীলাম্বর, এখনি সত্বর,
ত্যজিতে পারি।
অন্য পরিধান, করি পরিধান, রসের নিধান,
হে বংশীধারি॥
সহজে তোমার, যে নীল আকার, কি বিধান তার
বল মুরারি॥
অতএব শ্যাম হে এস, তোমার শিরে ঘোল ঢালিয়া দিয়া
নীলবস্ত্র ঢাকিয়া দি ‡

পরে—চৈতন্য পাইয়ে যত ব্রজগোপিনীর।
নিরন্তর নীরজ নয়নে বহে নীর॥
আহা—মনে মনে কত ভাব হয় গো উদয়।
একে একে করুণা করিয়ে সবে কয়॥

---

‡ এই প্রশ্নোত্তরপ্রবন্ধ কবিতা দ্বয়ের ভাব এই শ্লোক হইতে গৃহীত।

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্য নাবং মম
বাতোত্থারিতরঙ্গমগ্নমাদ্যদি বহেন্মগ্না ভবেন্নৌরিয়ং।
সত্যঞ্চেৎ বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ ত্বয়া স্বং বপুঃ
শ্যামং শ্যামনবীননীরদসমং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাং॥
নৌকাখণ্ডে॥

তত্র প্রথমতঃ চন্দ্রাবলীর উক্তি।

খেদে—চন্দ্রাবলী বলে নাথ কোথায় রহিলে।
ছল করি অবলারে দহিলে দহিলে॥
যত — গোপিকার মনোদুঃখ জাননা কি হরি।
তব পাশে মন আছে দিবস সর্ব্বরী॥
বঁধু — আমরা যেমন মন দিয়াছি তোমায়।
তুমি যদি দেহ মন ব্রজ গোপিকায়॥
ভবে—দুঃসহ বিরহক্লেশ জান হে নাগর।
কি আর কহিব ওহে গুণের সাগর॥

—০০০—

চিত্রা সখীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ ছলে ভৎসনা।

শ্যাম হে শুনেছি পুরাণে সার, তুমি নাকি বহ ভবের ভার,
ক্ষীণাঙ্গী নারীর ভার তোমার, এতই কি হল ভারি হে।*
আমরা কৃষাঙ্গী কামিনী হরি, তবু প্রাণ পণ করি আমরি,
সতত তোমারে হৃদয়ে ধরি, এই সাধ অনিবারি হে॥
তোমারে সেরূপ হে গুণাগার, বহিতে ভার না দিব হে ভার,
বিচ্ছেদ ছেদের ভার তোমার, সহিতে হবে মুরারি হে।
শুনেছি তুমি হে জগতবল, তোমার এ বল নাই কি বল,

* এই কবিতার প্রতি শেষ চরণের তিন বর্ণ, গুরু লঘু উচ্চারণাধীনপাঠ্য।

ওই তুচ্ছ ভার বহ কেবল, ওহে গিরিবর ধারি হে ॥
গভীর দুস্তর ভবসাগর, পারের নাবিক তুমি নাগর,
তবে বিরহের সরিত্তুপর, কেন ভাসাইলে নারী হে ॥
আমরি যে করে সাগর পার, নদী পার করা ভার তাহার,
এ কথা কাহারে সুধাব আর, ওহে মুনি মনোহারি হে ॥

চম্পকলতা সখীর নিজ নয়ন প্রতি খেদোক্তি।

শুন রে নয়ন, তোরে কবিগণ, বলে নাগর প্রহরী রে।
তাই অতি সুখে, তোমার সম্মুখে, রাখিয়েছিলাম হরিরে॥
তব অযতনে, সে নীল রতনে, নিল কোন জনে হরি রে।
হইয়ে রক্ষক, হইলি ভক্ষক, হায় হায় হরি হরি রে ॥

নয়নের উত্তর।

শুন বিনোদিনি, প্রেম প্রয়াসিনি, কেন মোর দোষ দেহ গো।
অধিক কিঙ্কর, দ্বারী হয়ে তন, বিক্রয় করেছি দেহ গো ॥
করিতে দমন, পারে গো নয়ন, গোচর হয় যে কেহ গো।
হরিরে হরণ, করেছে যে জন, সে জন বিরহ দেহ গো ॥

তুঙ্গবিদ্যা সখীকর্ত্তৃক [illegible]র ভৎর্সনা।

শ্যাম হে পুরুষের প্রাণ, শরের সমান,
যুবতীজনের ধনুর প্রায়।

ধনু প্রাণ পণে, প্রেমের কারণে,
ডোরে বাঁধা পড়ি বাঁকিয়ে যায় ॥
তবু পোড়া বাণ, দয়া হীন প্রাণ,
মিলন মাত্রেতে করে প্রস্থান।
ধিক নারীগণে, এ পুরুষ সনে,
মজিয়ে ভজিয়ে বিকায় প্রাণ ॥
বিশেষত ধিক্‌, ধিক্‌ শতাধিক,
ব্রজের পাপিনী গোপিনীগণে।
হেন জনে প্রাণ, করেছে প্রদান,
যে দুষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ ভুবনে ॥

ইন্দুলেখা সখীর ফল ভারে প্রণত কোন বৃক্ষের শাখার প্রতি উক্তি।

ওহে শাখা সখারে করেছ দরশন।
বুঝিলাম নত শিরে আছ সে কারণ ॥
কে বলে ফলের ভারে শাখা তুমি নত।
সে কথা কথার কথা অতি অসঙ্গত ॥
এই পথে দেখি মোর নটবর শ্যাম।
নত শির হয়ে তাঁরে করেছ প্রণাম ॥
অতএব তাঁরে তুমি করেছ দর্শন।
বল কোন পথে গেল সে পীতবসন ॥

রঙ্গদেবী সখীর নিজ করের প্রতি উক্তি।

শুন মম কর, কি কর কি কর, প্রাণ বংশীধর,
গেল কোথায়।
কে ছল করিয়ে, লইল হরিয়ে, নারিলে ধরিয়ে,
রাখিতে তায়॥
সে প্রাণ কালায়, হারায়ে হেলায়, এ ব্রজ বালায়,
ফেলিলে দায়।
যুগল আঁখিতে, দেখিতে দেখিতে, মিশাল চকিতে,
হায় রে হায়॥

করের উত্তর।

শুন ওলো ধনি, সুধাংশুবদনি, কি হেতু আপনি,
দোষ গো মোরে।
আমি অতি দীন, তোমারি অধীন, বাঁধা চির দিন,
আজ্ঞার ডোরে॥
দেখ তব মন, ইন্দ্রিয় রাজন, তাহারে যে জন,
হরয়ে জোরে।
ও প্রাণ ললনা, নিগূঢ় বলনা, করি কি ছলনা,
রাখি সে চোরে॥

স্নেদেবী সখীর বিরহ রোগ।

বিরহ বিকারে হরি, বুঝি আজি প্রাণে মরি,
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেবা করে ত্রাণ হে।
যত রোগ ত্রিসংসারে, বৈদ্যের ঔষধে সারে,
এ রোগে ঔষধ শুধু ও বিধুবয়ান হে॥

কলাবতী সখীকর্ত্তৃক কন্দর্পের ব্যবহার বর্ণন।

কে বলে সজনি, দিবস রজনী, রতিপতি ভয় করে গো শিবে।
স্তন হলে সবার, স্বয়ম্ভু আকার, কুচ দেখি আর কেন আসিবে॥

শুভাঙ্গদা সখীর নিজ স্তনের প্রতি উক্তি।

————————————পয়োধর রে শুন মম বাণী। ‡
কিকারণ কবিগণ তোরে শম্ভু বলে কারণ না জানি॥
হইলে স্মরহর ভাবি ভক্তবর আসিত শ্রীবনমালী।
শিরে দিয়ে কর অভয় দান করি নাশিত ভব মন কালী॥
ভক্ত যাঁর জীবন সদৃশ প্রিয়তম ভক্ত ভগবদভেদ।
ভক্ত দুঃখ অসহ্য তাঁহার কহে সর্ব্ব পুরাণ বেদ॥ *

‡ ইহা মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সুতরাং লঘু গুরু উচ্চারণাধীন পাঠ্য।
* যথা। ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু নাম চতুর বপু এক।
এনকে চরণ বন্দন করত নাশে বিঘ্ন অনেক॥
ভক্ত মালকি দোঁহা।

হিরণ্যাঙ্গী সখীকর্ত্তৃক চন্দনের প্রতি ভর্ৎসনা।

চন্দনে চর্চ্চিত আর করিব না অঙ্গ।
বিষ সম দগ্ধ করে বিনা সে ত্রিভঙ্গ॥
যখন হল গো, সখি শ্যাম অঙ্গসঙ্গ।
শীতল করিল মম মনঃ প্রাণ অঙ্গ॥
সময়েতে সখা অসময়ে এই রঙ্গ।
কেন না হবে লো যার প্রিয়ত ভুজঙ্গ॥

—০০০—

রঙ্গলেখা সখীকর্ত্তৃক প্রেমের প্রতি ধিক্কার প্রদান।

শুন সহচরি, দিবস সর্ব্বরী,
স্মরশরে যদি যায় জীবন।
তবু প্রেম পথে, আমি মনোরথে,
যাব না যাব না এই সে পণ॥
দেখ দেখি কালা, দিল কত জ্বালা,
কাননে আনিয়ে যুবতী যত
বিরহ দহন, করিছে দহন,
অবলার প্রাণে সহে গো কত॥
ঘরে গেলে পরে, সবে ঘরে পরে,
তুলে দিবে শিরে কলঙ্ক ডালা।

এই প্রেমদাম, যেই প্রমদায়,
না ঠেকেছে তার বল কি জ্বালা॥

—ooo—

শিখাবতী সখীর উত্তর।

কেন কেন সখি, এ ভাব নিরখি,
প্রেমে দোষ দেওয়া উচিত নয়।
মনের কারণ, প্রেমের সাধন,
সতত বঁধুর পাশেতে রয়॥
শুন লো মহিলে, বিরহ নহিলে,
চিনিবে প্রেমের গুণ কি মতে।
ওলো প্রাণ সই তোরে সার কই,
"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। ‡
বিশেষত ধনি, ও বিধুবদনি,
বরং প্রেম হয়ে ভাল বিরহ।

‡ অস্য সম্পূর্ণা কবিতেয়ং।
শ্লাঘ্যং নীরস কাষ্ঠতাড়ন শতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
ক্লেশঃশ্লাঘ্যতরঃসুপঙ্কনিচয়ঃ শ্লাঘ্যোতি দাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভ বাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥
শৃঙ্গার তিলকে।

মৃত বৎসা বাণী, বরং সয় প্রাণী,
অপুত্রিকা বাণী অতি দুঃসহ ॥
কারণ মৃত বৎসা রমণী বাৎসল্য রসের আস্বাদনত জানে।

—ooo—

কন্দর্পমঞ্জরী সখীকর্ত্তৃক বিরহপ্রতি ভয় প্রদর্শন।

রহ রহ রে বিরহ, বহ্নি সম অহরহ,
আর তুই কিপ্রকারে দগ্ধাবি আমায় রে।
সেবক বৎসল শ্যাম, বারেক যে স্মরে নাম,
"বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি" সাধু গণ গায় রে ॥
বারেক থাকুক দূরে, কোটিবার সে প্রভুরে,
জপি জপি জপবলে যাইব তথায় রে।
আমি তাঁর আসিবার, বাঞ্ছা না করিব আর,
আপনি যাইয়ে তথা দেখিব তাঁহায় রে ॥
রসিয়ে রসিক সঙ্গে, তোরে দূর করি রঙ্গে,
করিব রে নিত্যলীলা লয়ে রসরায় রে ॥

—ooo—

ফুল্লকলিকা সখীকর্ত্তৃক প্রেমসরোবর বর্ণন।

ভাবি নিরন্তর, প্রেম সরোবর, সুধা সম নিরমল ;
মরি হায় হায়, কে জানে তাহায়, আছে ঘোর হলাহল ॥

শ্রবণ দর্শন, স্মরণ মনন, এই চারি তীর যার।
ভাব হাব হাস,* রসের সম্ভাষ, পুষ্পবন চমৎকার॥
বিধাতার লীলা, কিবা তীর্থশীলা, পূর্ব্বরাগ † নাম তার॥

---

* ভাবাদের্লক্ষণং।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃপ্রথম বিক্রিয়া।
গ্রীবাভঙ্গাদি সংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদি বিকাশকৃৎ।
ভাবাদীনাং প্রকাশোয়ঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
উজ্জ্বল নীলমণৌঃ

হাস সেই হাস্য বলি বৃথা হয় যেই।
ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরী গ্রন্থে।

† পূর্ব্বরাগ লক্ষণং।
রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগ স উচ্যতে।
উজ্জ্বল নীলমণৌ।

মতান্তরং।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশা বিশেষো যোহপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগ স উচ্যতে॥
সাহিত্য দর্পণে।

মতান্তরং।
স্বপ্নাদ্বা শ্রবণাদ্বাপি চিত্রাদের্ব্বাবলোকনাৎ।
সাক্ষাদাকস্মিকাদ্বাপি দর্শনাদ্দুর্লভে জনে॥
প্রাক্তনীরতিরুদ্ভূতা সম্প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেবযা।
পাকদ্বয়ান্তরে পূর্ব্বরাগতাম্প্রতি পদ্যতে॥
অলঙ্কার কৌস্তুভে।

আলিঙ্গন জল, করে ঢল ঢল, হেলয়ে কটাক্ষ বায়।
করে কত রঙ্গ, মরি কি স্থরঙ্গ, চুম্বন তরঙ্গ তায়॥
সুখ মীনগণ, কৌতুক কথন, কমলিনী মনোহর।
রাগ রঙ্গ সঙ্গ, সংগীত প্রসঙ্গ, প্রময়ে ভ্রমরবর॥
নাগরী নাগর, তাহে নিরন্তর, স্নান করিবারে যায়।
কিন্তু এই খেদ, কুম্ভীর বিচ্ছেদ, গ্রাস করে হায় হায়॥

অনঙ্গমঞ্জরী সখীর ছলে হরিনিন্দা।

একি তব রীতি হে ব্রজপতি।
ছলনা করো না ললনা প্রতি॥
সাধিয়ে ডাকিয়ে আনি যুবতী।
কেমনে এননে বল শ্রীপতি॥
একেত পুরুষ কঠিন অতি।
তোমার আবার বাঁকা মুরতি॥
চিকুর জিনিয়ে বর্ণের জ্যোতি।
সরল হবে কি তোমার মতি॥
জানি জানি কাল রূপের গতি।
তার সাক্ষী দেখ ঘন সম্প্রতি॥
যা হতে পাইল নিজ আকৃতি।
তাহারে সংহারে হেন প্রকৃতি॥

হবে না হবে না কেন তেমতি।
তুমিত সে বর্ণ ধারি শ্রীপতি॥

———000———

দূতীর উত্তর।

এ সব শুনিয়ে ক্রোধে বৃন্দা দূতী কয়।
হরি নিন্দা করো না গো প্রাণে নাহি সয়॥
তোমরা কহিছ তাঁর কঠিন মরম।
কিন্তু শ্যাম ভবজনে করে গো নরম॥
বাঁকা বটে কিন্তু সোঝা করে ত্রিভুবন।
কাল হয়ে আলো করে জগতের মন॥
বিশেষত জান না কি রূপ কালরূপ।
জগতের আদি বস্তু জানিহ স্বরূপ॥
হয় নাই যখন সৃজন ত্রিভুবন।
রবি শশি আদি কিছু ছিলনা তখন॥
সুতরাং কখন আলো ছিলনা তৎকাল।
শুদ্ধ ছিল সেই কাল আর বিশ্বপাল॥
ব্রহ্মসঙ্গী যে জন সে জনো ব্রহ্মাকার।
অতএব কাল নিন্দা ভাল নয় আর॥
ভাবিয়ে কালরে সার জগত ঈশ্বর।
ত্রিভঙ্গ কালিম অঙ্গ ধরিলা সুন্দর॥

এস সবে শ্রীকেশবে করি অন্বেষণ।
যত্ন বিনা রত্ন লাভ না হয় কখন॥

———০০০———

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের ভাব।

যুবতীগণ যৌবন ভার ভরে।
টলিয়ে পড়িছে অবনী উপরে॥
বিরহে বহিয়ে কি মতে বলনা।
হরি তত্ব করে অবলা ললনা॥
অবশেষ অনঙ্গ রসে রসিয়ে।
চলিলা অনুরাগ রথে বসিয়ে॥

উচ্চ শাখী দেখি জিজ্ঞাসা করে।
তোমরা দেখেছ সে গুণাকরে॥
তারা বহু দূর দেখিতে পায়।
যদি কোথা দেখে সে শ্যামরায়॥
জিজ্ঞাসে যমুনা নদী নিকটে।
কারণ শ্রীকান্ত বসেন তটে॥
উত্তর না পেয়ে হইল অগ্নি।
বলে জানি ওত যমের ভগ্নী॥
শেষেতে সুধায় তুলসীবনে।
বৃক্ষসে উত্তর দিবে কেমনে॥

অহা না বুঝিল ক্রোধের ভরে।
বৃন্দারে গোপীরা ভৎর্সনা করে॥

গোপীগণকর্ত্তৃক তুলসীর প্রতি ভৎর্সনা ও শাপ প্রদান।

বৃন্দে জানি লো তোমারে ২।
সতিনী বলিয়ে বুঝি ঘৃণা এ সবারে॥
বৃক্ষ হয়ে কি প্রকারে ২।
হইয়াছ হরিপ্রিয়া এ তিন সংসারে॥
বুঝি সেই অহঙ্কারে ২।
কথাটি কহিয়ে নাহি সম্ভাষ কাহারে॥
নীচ উচ্চ হলে পরে ২।
"তৃণবন্মন্যতে জগৎ" কহে সর্ব্ব নরে॥
গর্ব্ব যাবে ছারে খারে ২।
কুক্কুরে প্রশ্রাব করি দলিবে তোমারে॥

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার পদাঙ্ক দর্শনে গোপীগণের ভাবোদয়।

এই রূপে বৃন্দাবনে, ভৎসি সবে বৃন্দাবনে,
অন্য বনে হয় উপনিত।
নেত্র ঝরে অনিবার, সদা করে হাহাকার,
হতাশেতে জীবন কম্পিত॥
হেন কালে পথ পানে, চেয়ে দেখে স্থানে স্থানে,
পড়িয়ে প্রভুর পদচিহ্ন।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা, রয়েছে সুন্দর লেখা,
অতি পরিষ্কার ভিন্ন ভিন্ন ॥
অমনি রমণী দলে, কেঁদে পড়ে ভূমিতলে;
রেণু লয়ে মাখে সর্ব্ব কায়।
বলে ওহে পাদরজ, অন্তরে যাইয়ে মজ,
দূর কর বিরহের দায় ॥
শুনেছি প্রভুর গুণ, তিনি নাকি সুনিপুণ,
ভক্তগণ দুঃখ নিবারণে।
ভক্ত সে ভবের ধ্বজ, জানাতে নাকি সে অজ,
ধ্বজ রেখা ধরেন চরণে ॥
ভক্ত জনে দ্বেষ যার, দমন কারণ তার,
বজ্র চিহ্ন করেন ধারণ।
কুকর্ম্মে ভক্তের মত, হলে মত্ত করি মত,
ও অঙ্কুশ বারণ কারণ ॥ *
তাই বলি রেণু শুন, কেন এত সুবিগুণ,
এভক্ত কামিনীগণে হরি।

---

* শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানি। যথা
চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ ধনুষীং খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং,
শঙ্খং সব্য পদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং।
চক্রং ছত্র যবাঙ্কুশং ধ্বজ পবী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং,
বিভ্রাণং হরিমূণবিংশতি মহালক্ষ্যার্চ্চিতাংঘ্রিং ভজে ॥
রূপচিন্তামণৌ।

এই রূপে গোপী সব, কাতরে করেন স্তব,
প্রভুর পদাঙ্ক লক্ষ করি ॥
পরে দেখে তার কাছে আর এক চিহ্ন আছে,
নারীপদ চিহ্ন সেই হয়।
বিস্মিতা হইয়ে সবে, বলে সখি দেখ তবে,
কাহার এমন ভাগ্যোদয় ॥
দল মাঝে সখীগণ, দেখে করি অন্বেষণ,
শুদ্ধ মাত্র শ্রীরাধিকা নাই।
বলে ওলো চারুশীলে, কি পুণ্য করিয়েছিলে,
মরি তোর লইয়ে বালাই ॥
ফাকি দিয়ে সবাকায়, একাই সে শ্যামরায়,
লয়ে ভোর করিলি রজনী।
কিছু মাত্র দয়া মনে, হল নাকি চন্দ্রাননে,
মোরা তোর হইত সজনী ॥
যেমন করেছি গর্ব্ব, তেমতি হয়েছি খর্ব্ব,
পেয়েছি তেমতি শাস্তি ঘোর।
আর না সহিতে পারি, লয়ে এস বংশীধারী,
দাসী হয়ে রব মোরা তোর ॥

ইতি শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত শ্রীরাসরসামৃতে
শ্রীপ্রেমলীলাবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ রসঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো।

জয়তি॥

রাসরসামৃত।

অথ চতুর্থ রস।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

থাক হে মিলন তুমি অতি সাবধানে।
বিরহ সতিনী তব আছে সে সন্ধানে॥
দেখ যেন ছল করি, হরিয়ে লয় না হরি,
তারি বশ বংশীধারী কত খেলা জানে॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে গোপীগণের করুণা প্রকাশ।

এই রূপে গোপীগণ, দুঃখার্ণবে মগন,
হৈল যেন পাগলিনী প্রায়।
ভক্তাধীন ভবাধার, রৈতে না পারেন আর,
কুল যেতে হইল আমায়॥
রাধা সনে অবশেষ, ধরিয়ে যুগল বেশ,
প্রবেশ করেন কুঞ্জবনে।

শ্রীবদনে পীতবাস, তাহে মৃদু মৃদু হাস,
সুপ্রকাশ যথা গোপীগণে ॥
দেখি সবে কমলাখি, হৈল অনিমিখ আঁখি,
কদম্ব কুসুম সম গাত্র।
কেমন হইল ভাব, কি বর্ণিব সে প্রভাব,
ভাবকে বুঝেন মনে মাত্র ॥
যথা চিরদীন জন, চির দিন পরে ধন,
পাইলে যে রূপ ভাব ধরে।
সেইরূপ ব্রজাঙ্গনা, সুখার্ণবে মগ্নমনা,
ত্রিভঙ্গ পাইয়ে রঙ্গ করে ॥
কেহ ধরে পীত বাস, অধরে মধুর হাস,
কোন সখী ধরে করদ্বয়।
কেহ বা কাঁদিয়ে বলে, পড়িয়ে চরণতলে,
কে বলে তোমারে দয়াময় ॥
কেবলে হে নারায়ণ, তুমি হে ভক্তের ধন,
তা হলে কি এত দুঃখ হায়।
তুমি নাকি বংশীধারি, ঘোর ভবভয় হারী,
তা হলে কি ভয়ে প্রাণ যায় ॥
আহা মরি শ্রীরাধিকা, হল তব প্রাণাধিকা,
যাহারে লয়ে নির্জ্জনে বঞ্চিলে।

আমরাও ওহে হরি, তব পদ ধ্যান করি,
তবে কেন এত দুঃখ দিলে ॥
যদি বল জগৎপতি, দর্পে হল এ দুর্গতি,
তারো হেতু তুমি হে শ্রীপতি।
বপুপুরে নিরন্তর, আত্মারূপে বাস কর;
তুমি সর্ব্ব সুমতি কুমতি ॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম চয়, তোমারি ইচ্ছায় হয়,
তবে কেন দোষ গোপিকায়।
পাইয়ে অসীম দুখ, দেখিলাম বিধু মুখ,
কাম পূর্ণ কর শ্যামরায় ॥
বুঝিয়ে সবার মন, হাসিয়ে শ্রীনারায়ণ,
মনঃ প্রাণ করিয়ে হরণ।
রাস রস তরঙ্গেতে, রসিলেন সুরঙ্গেতে,
জগতের তারণ কারণ ॥

মহাদেবের ভ্রান্তি। *

এখানে আকাশ পথে, সুরগণ থাকি রথে,
দেখেন জগতনাথ রঙ্গ।

---

*শ্রীভাগবতীয় রাসক্রীড়াবর্ণনাতে মহাদেবের ভ্রান্তিবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ নাই; এ সন্ধান মতান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা। রাসক্রীড়াং সমালোক্য নন্দিঘোত্তিশয়ংহরঃ।
ছলেন শ্রীহরিং জ্ঞাতুং গোপীরূপং দধাতিসঃ ॥

শঙ্করের সেইক্ষণে, সন্দেহ জন্মিল মনে,
বলে একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ॥
বিরিঞ্চি বাসব শেষ, না পান যাঁহার শেষ,
আমি শিব যাঁর ধ্যানকারী ।
যাঁহার প্রেমেতে মজি, সুখ ভোগ সব ত্যজি,
হই যাঁর প্রেমের ভিকারী ॥
সে ধন কি বৃন্দারণ্যে, আভীর নারীর জন্যে,
হয়েছেন মদনেতে মত্ত ।
শুদ্ধ সত্ত্ব যাঁর মর্ম্ম, তাঁর এ অসত্ কর্ম্ম,
কেমনেতে বোধ হবে সত্য ॥
অতএব আজি শেষ, ধরি কোন ছদ্ম বেশ,
দেখিব রে সেবা কোন জন ।
ইহা ভাবি পশুপতি, চলিলেন দ্রুতগতি,
ব্রহ্মা তাঁর বুঝিলা মনন ॥
কহেন ইন্দ্রের প্রতি, শুন ওহে সুরপতি,
দেখ দেখি কি করেন ভব ।
অলক্ষেতে গুপ্ত ভাবে, তাঁর পাছে পাছে যাবে,
দেখে আসি কবে মোরে সব ॥
শ্রুত মাত্র সুররায়, শিব পাছে পাছে ধায়,
শেষে এক অদ্ভুত দেখিয়ে ।

বিস্মিত হইয়ে অতি, ফিরে আসি শীঘ্রগতি,
ব্রহ্মারে কহেন বিবরিয়ে ॥

—০০০—

দেবরাজকর্ত্তৃক অত্যদ্ভুত ব্যাপার বর্ণন।

শুন প্রজাপতি কি কব ভারতী, যে অদ্ভুত দেখিয়াছি।
কখনো এমন, না করি দর্শন, ত্রিভুবন ভ্রমিয়াছি।
গিয়ে কিছু দূর, দেখি গো ঠাকুর, কোথা যেন গেল হর।
কেমন করিয়ে, আইল মিলিয়ে, তিন লোক চরাচর ॥
আগে জলধর, সবার উপর, ধরিয়ে সর্পের বেশ।
কুণ্ডলী করিয়ে স্থিরা হইয়ে, বসিয়ে রহিল শেষ ॥
না শুনি কখন, সর্প হয় ঘন, কি আশ্চর্য্য আহা মরি।
মেঘের উপর, শোভে সুধাকর, তথা মেঘ চন্দ্রোপরি ॥
হেরি এ সময়, স্মর রসময়, নিজ ধনু তুইখানি।
আর ইন্দীবরে, রচিত তুশরে, রাখিল তথায় আনি ॥
জানি গো, চকোর, পানে হয় ভোর, গগণশশির সুধা।
সে চাঁদে বসিয়ে, শুক সুধা পিয়ে, নিবৃত্তি করিছে ক্ষুধা ॥
সুধাতে মজিয়ে, যায় সে ডুবিয়ে, বিম্ব দেখি এ সময়ে।
শুক চঞ্চুকায়, মৃগায়ে তথায়, রাখিল ভক্ষণাশয়ে ॥
তদন্তরে আর, দেখি চমৎকার, করিকুম্ভ দাড়িম্বেতে।
হয় ঘোর রণ, উভয়েরি মন, থাকিতে এক স্থানেতে ॥

শেষেতে দুজনে, প্রেম আলাপনে, দুপাশে রহে দোঁহায়॥
তার অতি কাছে, বিশদ্বয় আছে, প্রফুল্ল পঙ্কজ ভায়॥
দেখি তার পর, এক সিংহ বর, ত্যাগ করি কলেবর।
মধ্য স্থানে আসি, রহিল প্রকাশি, শুধু কটি ক্ষীণতর॥
এ রস দেখিতে, সাগর হইতে, এক দ্বীপ তথা আসি।
অদ্ভুত দেখিয়ে, মোহিত হইয়ে, হল তার পশ্চাৎবাসী॥
পরে করিকর, হইল অধর, করিকুম্ভ গেল বলি।
হাসি হাসি হাসি, রহে দ্রুত আসি, হয়ে অতি কুতূহলী॥
দেখি তদন্তর, যেই সুধাকর, ছিল সকলের আগে।
সে যেন আসিয়ে, রয়েছে বসিয়ে, ভাগ হয়ে দশ ভাগে॥
সবাকার পরে, দেখি প্রভাকরে, কমলিনী সহ সুখে।
হাসিয়ে হাসিয়ে, রসেতে ভাসিয়ে, প্রেম করে মুখে মুখে॥
কে বলে ভাস্করে, থাকিয়ে অন্তরে, পদ্মিনীরে ফুল্ল করে।
তবে কেন সুখে, তথা মুখে মুখে, ভাসিছে প্রেমসাগরে॥
শেষেতে আসিয়ে, স্থান না পাইয়ে, স্বর্ণ হয়ে বর্ণময়।
ঢাকিল সবায়, মরি সে শোভায়, মানস মোহিত হয়॥
হায় হায় হায়, বর্ণে সে সবায়, ঢাকে কার সাধ্য বল।
যে গুণ যাহার, হরে সাধ্য কার, যাগিয়ে রহে সকল॥
দেখি সে ব্যাপার, মনঃ প্রাণ আমার, রহিতে চায় গো তথা।
তবে যে ত্বরায়, এলাম হেথায়, তোমাকে কৈতে সেকথা॥

এ সব শ্রবণে, বিধি ভাবে মনে, যাঁরে ত্রিভুবনে সাধে।
হায় দুর্গাকান্ত, তাঁর প্রতি ভ্রান্ত, একি ফের সাধে সাধে॥

বিধাতাকর্ত্তৃক অদ্ভুত ব্যাপারের মীমাংসা।

শুনিয়ে শক্রের বাণী যত সুরচয়।
জিজ্ঞাসেন বিধাতারে হয়ে সবিস্ময়॥
কহ কহ পিতামহ এ আর কেমন।
এমন অদ্ভুত বাণী না শুনি কখন॥
হাসিয়ে কহেন বিধি শুন সুরগণ।
ভ্রমে পড়েছেন আজি দেব পঞ্চানন॥
ঈশ্বরের রাসরস দেখিয়ে নয়নে।
বিষম সংশয় তাঁর হইয়াছে মনে॥
এহেতু মোহিনী বেশ ধরিয়ে সংপ্রতি।
ছলিতে যাইতে তাঁরে করেছেন মতি॥
মেঘ যারে সর্পাকারে দেখে সুরেশ্বর।
সে নহে প্রকৃত মেঘ কেশ বেণীবর॥
তদন্তরে দেখে চন্দ্র সেত চন্দ্র নয়।
এমনি মুখের প্রভা চন্দ্র জ্ঞান হয়॥
ইত্যাদি যে সব দেখে ত্রিদশ প্রধান।
সে সব একেক অঙ্গ তাঁহারি সমান॥

এরূপ স্ত্রীরূপে তাঁরে ছলিবেন হর।
স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি কিম্বা কোন তুষ্ট নর॥
করুন ছলনা তাহে না করি বারণ।
কিন্তু তার প্রতিফল পাবেন তেমন॥
কতবার আমি তাঁরে বুঝিতে নারিয়ে।
দেখিয়াছি কত মতে ছলনা করিয়ে॥
তেমতি তাহার শাস্তি পেয়েছি তৎক্ষণে।
সে সব অখ্যাতি মম বিখ্যাত ভুবনে॥
এইরূপে ব্রহ্মদেবে কথোপকথন।
এদিগে শঙ্কর কয়ে শুন বিবরণ॥

—০০০—

হরির প্রতি হরের স্ত্রীবেশে ছলনা।

বাছি ত্রিলোকের রূপ, ধরি রূপ অপরূপ।
মন অতি মত্ত, রাস ভূষা যত, পরিলেন কতরূপ॥
মরালের গর্ব্ব হরি, গমন যেমন করী।
নিকুঞ্জে আসিয়ে, দাঁড়ান হাসিয়ে, চঞ্চলা চঞ্চলা করি॥
যেখানে কামিনী ভাগে, দাঁড়ায়ে সবার আগে।
শ্রীপতির প্রতি, কহেন ভারতী, প্রেম রস অনুরাগে॥
ভাসি দুঃখ পারাবারে, পেয়েছি প্রভু তোমারে।
দিয়ে আলিঙ্গন, রাখ হে জীবন, মরি হে মার বিকারে॥

অন্তর্যামি হৃষীকেশ, দেখিয়ে শিবের বেশ।
হাসিয়ে ইঙ্গিতে, নয়ন ভঙ্গিতে, মায়া প্রকাশিল শেষ॥

শ্রীকৃষ্ণের মায়া প্রকাশ।

যে লোচনে দেখিছেন নিকুঞ্জকানন।
যে লোচনে দেখিছেন নন্দের নন্দন॥
যে লোচনে দেখিছেন গোপবধূ চয়।
সে লোচনে ত্রিলোচন দেখেন ব্যত্যয়॥
কুঞ্জবন নহে সেত বৈকুণ্ঠভুবন।
নন্দসুত নন তিনি প্রভু নারায়ণ॥
গলে দোলে কৌস্তভ কিরীটি শিরোপরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুষ্করে॥
ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদে কি শোভা আমরি॥
সভা করি বসেছেন রত্নাসনোপরি॥
কত ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র শমন স্মরারি।
রত্নাসন শিরে ধরি বসি সারি সারি॥
যত গোপাঙ্গনা তারা দেবাঙ্গনাগণ।
শোভা করি বসেছেন হয়ে সভাজন॥
বৃষভানুসুতা যিনি তিনি সিন্ধুসুতা।
প্রভুবামে বসেছেন ঈষৎ হাস্য যুতা॥

নারী নহে স্বয়ং স্বরস্বতী চন্দ্রাবলী।
নানা রাগে অনুরাগে গান পদাবলী॥
সে ত বৃন্দা দুতী নয় ভূধরনন্দিনী।
নিজ জায়া মহা মায়া ভুবনবন্দিনী॥
সবাস্কার আগে বামা বন্দিয়ে শ্রীপদ।
যোড় করে স্তব করে ভাবে গদগদ॥ †

---

† এই বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গ এমত বোধ করিবেন না, যে বৈকুণ্ঠধামের লক্ষ্মীনারায়ণই রাধাকৃষ্ণের আদিরূপ; রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি ত্রিসংসারের তাবৎ রূপের আদি কারণ; যে যুগলরূপ গোলোকধামেতে অহরহ বিরাজমান্। তবে যে ভগবান্ মহামায়াতে মহাদেবকে বৈকুণ্ঠের বেশ দেখাইলেন; সে কেবল তাঁহার প্রবোধের জন্য মাত্র। গোলোকচন্দ্রের ও গোকুলচন্দ্রের রূপেতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং কিপ্রকারে গোলোকের বেশ ধারণ করিবেন। এবং গোকুল বৃন্দাবনেতে ও গোলোকধামেতে প্রায় অভেদ ও অর্থেও প্রায় এক ভাব, সুতরাং মায়াতে বৈকুণ্ঠধাম কল্পনা করিতে হইল। গোলোকনাথের রূপবর্ণন। যথা

নবীন নীরদ শ্যামং কিশোর বয়সং শুভং।
শরন্মধ্যাহ্ন রাজীবপ্রভা মোচন লোচনং॥
শরৎ পার্ব্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং।
কোটি কন্দর্পলাবণ্য লীলা নিন্দিত সুন্দরং॥
কোটিচন্দ্র প্রভামৃষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং।
সস্মিতং মুরলীহস্তং সুপ্রসন্নং সুমঙ্গলং॥
বহিঃসংস্কার পীতাংশু যুগলেন সমুজ্জ্বলং।

সংস্কৃত স্তোত্রং।

জয় নারায়ণ কৃষ্ণ মুরারে,
মাধব মধুকৈটভ দনুজারে।
ত্রিবর্গদাত্রী তরল তরঙ্গা,
তব পদজাতা সুবিমল গঙ্গা॥

চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং কৌস্তভেন বিরাজিতং॥
আজানু মালতীমালা বনমালা বিভূষিতং।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যুক্তং মুক্তা মাণিক্য ভূষিতং॥
ময়ূর পিচ্ছ চূড়ঞ্চ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলং।
রত্ন কেয়ূর বলয়ং রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতং॥
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল সুশোভিতং॥
মুক্তাপংক্তি বিনিন্দৈক দশনাংশু মনোহরং॥
পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নত শোভিতং।
বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ বেষ্টিতাভিশ্চসন্ততং॥
স্থির যৌবন যুক্তাভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সাদরং।
ভূষিতাভিশ্চ সদ্রত্ন নির্ম্মাণ ভূষণেনচ॥
সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ মনুভির্ম্মানবেন্দ্রকৈঃ।
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবানন্ত ধ্রুবাদ্যৈরভি বন্দিতং॥
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
রাসেশ্বরং সুরসিকং রাধা বক্ষস্থলস্থিতং॥
এবং রূপমরূপন্তং ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা মুনে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

গোলোকধাম বর্ণনং।

ঊর্দ্ধং স্থিতঞ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনং।
গো গোপ গোপী সংযুক্তং কল্পবৃক্ষগণান্বিতং॥

বিভো ত্রিগুণধর সংসারপতে,
সুদীনবন্ধো সংসারগতে।
জগদীশ জনার্দ্দন কংসারে,
ত্বং ব্রহ্ম পরং ভবসংসারে ॥
দশরথতনয়ো রাক্ষস মথনাৎ,
হরঃ পঞ্চাননো গুণ কথনাৎ।
জয় যজ্ঞেশ্বর দশাননারে,
তব পদ নৌর্ভবপারাবারে ॥
ব্রজেশসূনো ব্রজপুরীন্দো,
রাধাজীবন করুণাসিন্ধো।
দুষ্টদমনাদ্দশরূপধারী,
সেবক রমণাদ্রাসবিহারী ॥

মায়াধ্বংস।

যে রূপ আছিল কুঞ্জ যতেক যুবতী।
যে রূপ ছিলেন রাধা চন্দ্রাবলী সতী ॥
কি রূপে সে রূপ পুন হইল স্বরূপ।
নিজ মায়াজাল ছেদ করিলা শ্রীরূপ ॥

কামধেনুভিরাকীর্ণং রাসমণ্ডপ মণ্ডিতং।
বৃন্দারণ্য বনাচ্ছন্নং——————————
ইত্যাদি। তত্রৈব।

দ্বিভুজ মুরলীধর হইলেন হরি।
চন্দ্রমুখে মনঃসুখে বাজান বাঁশরী॥
বৃন্দা দূতী নিজ রূপ করিয়ে ধারণ।
ভ্রান্ত উমাকান্তে কিছু করিছে ভৎর্সন॥

—•—০০০—

শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে ও দূতীরূপা ভগবতী উপদেশ ছলে ভৎর্সনা করাতে লজ্জায় শঙ্করের প্রস্তরত্ব প্রাপ্তি।

মম পতি পশুপতি পশু সম মতি।
কি মতে এমতি ভাল হবে হে শ্রীপতি॥
চিরকাল মহাকাল তোমার সন্ধানে।
ভ্রমেন সংসার ত্যজি শ্মশানে মশানে॥
হয়েছেন পঞ্চানন বর্ণিতে তোমায়।
তথাপিও এত ভ্রম একি ঘোর দায়॥
করেছেন নর জ্ঞান তোমারে স্মরারি।
নহে কেন হবে পররমণীবিহারী॥
এই হেতু মনোরমা রামারূপ ধরি।
ছলিতে আইলা ওই মহা রঙ্গ করি॥
না বুঝেন তমোগুণে মজিয়ে শঙ্কর।
যিনি জগতের পতি কেবা তাঁর পর॥
বিশেষত জগন্নাথে যে ভাবে যে ভাবে।

বেদে বলে অবশ্য সে জন তাঁরে পাবে ॥
এক রাগ নানা নাম করিলা ধারণ।
পুত্রাদিতে হলে স্নেহ বলে সর্ব্বজন ॥
গুর্ব্বাদিতে হলে ভক্তি অভিধান হয়।
কাম ভাবে হলে বলে পিরীতি প্রণয় ॥
একারণ কাম ভাবে অনুরাগ করি।
কেননা পাইবে নাথে যতেক সুন্দরী ॥
পাথের মতের কিছু নাহিক নির্ণয়।
অনুরাগ করিলেই পাইবে নিশ্চয় ॥ *
বিশেষত কাম ভাবে দেখি সবাকার।
অতিশয় অনুরাগ হয় অনিবার ॥
অতএব বুঝ এ সন্ধান আসে যাঁর।
তাই শীঘ্র কৃষ্ণ লাভ হৈল গোপিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণক্রোড়ের ধন যতেক নাগরী।
নিজপতি পাশে রয় ছায়া রূপ ধরি ॥ ‡

যথা। কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনে ২৯ অধ্যায়ে।

যথা। কৃষ্ণক্রোড়গতা গোপ্যশ্ছায়াএবাস্তিভর্ত্তৃষু।
ভবিষ্যপুরাণে।

কিছু মাত্র অনুরাগ নাহিক ভর্ত্তায়।
রতি মতি নতি সব শ্রীপতির পায়॥
একে অনুরাগ যার তার নাম সতী। *
কৃষ্ণ ভিন্ন গোপীর নাহিক অন্য গতি॥
নির্জ্জনে নিকুঞ্জবনে মনের আবেশে।
গান্ধর্ব্ববিবাহ ‡ তারা করে হৃষীকেশে॥
এই হেতু সিদ্ধান্ত করেন সাধুচয়।
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নয়॥
দেখিয়ে হরির কর্ম্ম নত শির হর।
দূতীরূপা নিজ জায়া ভর্ৎসিল বিস্তর॥
অধৈর্য্য হইয়ে ঘোর লজ্জার বিকারে।
হলেন প্রস্তরময় † ত্যজি সে আকারে॥

---

* যথা। একেনানুরাগো যস্যাঃ সা সতী ইতি কথ্যতে। জনশ্রুতঃ

‡ গোপনে বর কন্যার পরস্পর অনুরাগ দ্বারা যে বিবাহ তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

† বৃন্দাবনে শ্রীগোপীশ্বর নামা এক শিবলিঙ্গ আছেন; অনুভব করি তিনিই ঐ প্রস্তরময় মূর্ত্তি। যথা

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং ধন্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ॥
পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১ অধ্যায়ে।

প্রভু কন ভাল যদি হইলে প্রস্তর।
আমি এক বর দিব ওহে স্মরহর॥
অদ্যাবধি বৃন্দাবনে আসিবে যে জন।
তোমারে পূজিয়ে মোর করিবে পূজন॥
কাণ্ড দেখি গোপীগণ অবাক হইল।
ঐ কান্ত জগতকান্ত একান্ত জানিল॥

রাসবিহার বর্ণন।

অনন্তরে রাসরসে রসে নারায়ণ।*
ভাবিক-ভক্তের বৃদ্ধি করণ কারণ॥
মঞ্চ করি তদুপরি করিলেন রঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে এক গোপী একেক ত্রিভঙ্গ॥
পরস্পরে করে করে প্রবন্ধ হইয়ে।

---

* এই রাসকেলি সময়ে বৈকুণ্ঠ নিবাসিনী, নানা সুখাভিলাষিণী, দারিদ্র নিবাশিনী, হাব ভাব হেলা লীলা লাবণ্যাদি সম্পূর্ণা; কেলিকুশলা কমলা দেবী, অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে ক্রমে ক্রমে রাসক্রীড়ার্থ তত্র আগমন করিলেন, শ্রীরাসেশ্বর সেই পরম সুখময় রাসমণ্ডপে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন না। যে হেতুক তিনি অত্যন্ত চঞ্চলা,ঐশ্বর্য্য বিলাসিনী,কি প্রকারে ব্রজের মধুর প্রেম ভাবানুগামিনী হইবেন। এ জন্য দেবী অত্যন্ত ব্যথিতান্তঃকরণে আপনাকে ধিক্কার প্রদান দ্বারা ব্রজ গোপী হইবার মানসে কঠোর তপস্যাতে প্রবৃত্তা হইলেন।

নৃত্য করে চক্রাকারে আনন্দে মাতিয়ে ॥
গোপিকার অলঙ্কার বাজে ঘন ঘন ।
এলাইয়ে পড়িতেছে স্তনের বসন ॥
কটির বক্রতা হয় নৃত্যের ছটায় ।
উরু ভুরু নিতম্ব সঘনে কাঁপে তায় ॥
কুটিল কটাক্ষ করে ভুরুর ভঙ্গিতে ।
মজিয়ে মধুর স্বরে হরিগুণ গীতে ॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় বদন কমলে ।
যেন কত মার্জ্জিত মুক্তার মালা জ্বলে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করে গোপিকা সকল ।
সে যে ভক্ত জন মনোমৃগ ধরা কল ॥
সবাকার পাশে দাঁড়াইয়ে নারায়ণ ।
সবে ভাবে নিতান্ত আমারি কৃষ্ণধন ॥
একা হয়ে বাঁকা শ্যাম হৈলা এত জন ।
তাঁর কি আশ্চর্য্য যিনি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥
সুর বৃন্দে মহানন্দে করে দরশন ।
জয় নাথ বলি করে পুষ্প বরষণ ॥
কেমনে সে শোভা আমি বর্ণিব কথায় ।
ভুবনে ভাবিয়ে তুলা নাহি পাওয়া যায় ॥
যেমন সূর্য্যের তুলা সূর্য্য সনে সার ।
তেমতি তাহার সঙ্গে তুলনা তাহার ॥

কার সাধ্য বর্ণে বর্ণে সে শোভা প্রভাব।
ভাবিলে ভাবকে মাত্র মনে উঠে ভাব॥
বিশেষ ব্রহ্মস্থ রস ব্রহ্মোরে লইয়ে।
বর্ণন উচিত নয় বিস্তার করিয়ে॥
কি জানি কিসে কি হয় নাহক নির্ণীত
বুধের বচন সর্ব্ব অত্যন্ত গর্হিত॥ *

প্রার্থনা।

আহা মরি মরি আজি ভক্তের কারণ গো।
রাসরসে বৃন্দাবনে কি রূপ ধারণ গো॥
যে রূপ বিধাতা ভব আদি ভবজন গো।
মনোগৃহে দ্বার দিয়ে করে বিলোকন গো॥
বিরাজেন যে রসে শ্রীরূপ সনাতন গো॥
কি রূপে শ্রীরূপে তার করিব বর্ণন গো।

---

* অস্য শ্লোকঃ।
অতি দর্পে হতালঙ্কা অতিমানেচ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥
চাণক্যসংগৃহীত সারসংগ্রহে।

শ্রীভাগবত মতানুসারে, তদনন্তর ভগবানচন্দ্র প্রামোদার্ণবে মগ্ন হইয়া, প্রমদাগণ সঙ্গে নানা রঙ্গে অতি ধীরে ধীরে যমুনা নীরে তীরে, এবং কুসুম কাননাদিতে বিহার করিয়াছিলেন।

যে রূপ দর্শনে নাশে শমন দর্শন গো ॥
অতএব দেখ মেলি মানসনয়ন গো ।

এই গ্রন্থ পাঠাদির ফল ।

এই রাসরসামৃত করিয়ে যতন ।
যে জন করয়ে পাঠ শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
অনায়াসে দিব্য জ্ঞান হয় গো তাহার ।
হেলায় সে জন হয় ভবসিন্ধু পার ॥
রাধাকৃষ্ণে প্রেম ভক্তি উপজে অবশ্য ।
এ গ্রন্থ প্রেমিক সাধুজনের সর্ব্বস্ব ॥
যত ভণ্ড পাষণ্ড এ কাণ্ড শুনি হাসে ।
অনুরক্ত ভক্ত ভক্তি সাগরেতে ভাসে ॥

গুণিগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন ।

এক পয়োধরে কিবা কৌশল বিধির ।
শিশু করে ক্ষীর পান জলোকা রুধির ॥
বিচার করিয়ে বুঝ যতেক সুধীর ॥

সেরূপ গ্রন্থের গুণ গ্রাহি সাধুজন।
নিন্দকে সর্ব্বদা করে দোষ আস্বাদন॥ *
সুতরাং ভ্রমেতে মম ভয় অকারণ॥
আদিরস † সর্ব্বপ্রিয় সর্ব্ব রসসার।
সতী যদি পতি লয়ে করে গো বিহার।
পুন ভক্তি রসে যদি মিল থাকে তার॥

---

* যথা। গৃহ্নাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষান্,
দোষান্বিতো গুণগণং পরিহায় দোষং।
বাল স্তনং পিবতি দুগ্ধ মসৃগ্গিহায়,
ত্যক্ত্বা পয়োরুধিরমেব ন কিং জলৌকাঃ॥ জনশ্রুতঃ

অন্যচ্চ। খলোপি মৃগ্যতে দোষান্ গুণ পূর্ণেষু বস্তুষু।
বনে পুষ্পাকুলৈর্যুক্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥ জনশ্রুতঃ।

† আদিরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস তৎস্বরূপ। যথা।
শৃঙ্গং হি মদনোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিঃ প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
পরোঢ়াংবর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাংবানসুরাগিণীং।
আলম্বনং নায়িকাঃস্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
চন্দ্র চন্দনরোলম্ব পিকাদ্যুদ্দীপনম্মতং।
ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যক্ত্বৌগ্র্য মরণালস্য জুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িভাবো রতিঃ কৃষ্ণবর্ণোসৌ বিষ্ণু দৈবতঃ॥
সাহিত্যদর্পণে।

অতএব রাস রস হইল রচন।
বিবিধ মতের সার করি আকর্ষণ ॥
দোষ যদি থাকে শুধিবেন সুধীগণ।
বেদ রসে রসি ঋষি পরব্রহ্মে পানি।
সেই শকে এগ্রন্থ হইল সমাধান ॥
হরি হরি বল সবে ভবে হবে ত্রাণ ॥

মঙ্গল চরণ। আদ্যাক্ষরে চিত্রকাব্য।

গৌ—রীকান্ত সদাশিব,
রী—তি তাঁর দেখ জীব,
ভা—বি হরিপাদপদ্ম
নি—বাস শ্মশানেতে।
বা—ঞ্ছা কল্পতরু যিনি,
সি—দ্ধ হইবারে তিনি,
শ্রী—পদ করেন ধ্যান
ধা—র দিয়ে প্রাণেতে ॥
র—হ মন সেই পদে,
কা—ল কাট মিছা মদে,

না —জান কি কাল শেষে
থ —র থর কাঁপাবে রে।
রা —খহ বচনামার,
য —দি হবে ভব পার,
কৃ —ষ্ণপদ কর সার,
ত —বে মুক্তি পাবে হে॥

ইতি শ্রীবৈদ্যকুলসম্ভূত শ্রীদ্বারিকানাথ রায় বিরচিত
শ্রীরাসরসামৃত শ্রীপ্রেমসহবিহারবর্ণনো
নাম চতুর্থঃ রসঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণের গোচরার্থে লেখা যাইতেছে, যে বাঙ্গালা পুস্তক প্রায় অনেক স্থানেই সুশৃঙ্খলা মতে মুদ্রিত হয় না। অতএব গ্রন্থকারের ও আমার এই মত, যে আমাদিগের আদেশ ব্যতীত যাঁহারা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিবেন, তাঁহারা এই ব্যবহার নিবর্ত্তক ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার মর্ম্মাধীন হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।